Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহ্‌মদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা
অন্যের জন্য „ „ „ ২৲ „ „ „ /৬ পাই

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬।১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৫শ বর্ষ, Fortnightly, Ahmadi, July, 16th & 31st 1961 ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩১শে আষাঢ় ও ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৮ বাং, ১৭ই শফর, ১৩৮১ হিঃ,

খোদাতালার "আরশ্" বা সিংহাসন

প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী (আঃ) এর গ্রন্থ হইতে

অনুবাদক—জনাব মৌঃ আলী আনোয়ার সাহেব

কোরাণ শরীফের শিক্ষানুযায়ী খোদাতালা যেমন আকাশে আছেন, তেমন ভূমণ্ডলেও আছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন ঃ "আসমান ও জমিনে তিনিই খোদা।"

আরও বলিয়াছেন ঃ—"তিন জন লোক গুপ্ত পরামর্শ করিলে চতুর্থ জন খোদা বিদ্যমান থাকেন।"

তারপর তিনি বলিয়াছেন, তিনি অসীম। এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—"চক্ষু তাঁহার অন্ত দেখিতে পায়না, তিনি চক্ষুর অন্ত পর্য্যন্ত পৌঁছেন।"

তারপর খোদাতালা বলিয়াছেন ঃ—"আমি মানুষের জীবন রজ্জু অপেক্ষা ও তাঁহার নিকটবর্ত্তি।"

অন্যত্র বলিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্ব বস্তু বেষ্টন করিয়া আছেন। তারপর ইহাও বলিয়াছেন ঃ— "তিনিই খোদা, জমিন ও আসমানে যাঁহার জ্যোতিঃ দেদীপ্যমান এবং তিনি ব্যতিত সকলই আঁধার।"

আবার বলিয়াছেন ঃ—"সকল বস্তুই লয়শীল এবং যিনি অক্ষুণ্ন তিনিই খোদা।" অর্থাৎ সকলই লয়শীল সকলেই পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় কিন্তু মানব প্রকৃতি এ কথা মানিতে বাধ্য যে, সমগ্র সৌর ও জর জগতে এমন কোন একটি অস্তিত্ব আছে, যাহা সব কিছু লয় প্রাপ্ত হইলেও এবং সকলেরই পরিবর্ত্তন ঘটিলে ও সেই অস্তিত্ব লয় পাইবেনা, বা তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবেনা। সেই অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে। তিনিই খোদা।

জগতে পাপ, অন্যায় এবং অপবিত্র কার্য্য ও প্রকাশ পায়। খোদাতালাকে যাহারা কেবল ধরিত্রীতে সীমাবদ্ধ করে, তাহারা পরিশেষে প্রতিমা, সৃষ্ট জীব ও জড় বস্তুর উপাসক হইয়া পড়ে। ইহাই হিন্দুদের অবস্থা।

এ নিমিত্ত কোরাণ শরীফে এক দিকে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির সহিত খোদাতালার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তিনি সকল প্রাণের প্রাণ। সকল অস্তিত্বই তাঁহার প্রতি নির্ভর করে। তারপর অন্য দিকে, একটি ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ তাহাতে যেন কেহ মানুষকেই খোদা মনে না করে। যদ্রুপ বেদান্ত দার্শনিকগণ মনে করিয়াছেন। তজ্জন্য ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত সৃষ্টি হইতে দূরে, তিনি (ওরা-উল-ওরা), ইহাই শরীয়তের পরিভাষায় 'আরশ।'

'আরশ' কোন সৃষ্ট বস্তু নয়। ইহা শুধু পরাৎপর হওয়ার গুণ। ইহা এমন কোন সিংহাসন নয়, যেখানে খোদাতালা মানুষের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহা সৃষ্টি হইতে অতি দূরবর্ত্তী, সর্ব্ব পবিত্র স্থান বা পদ ইহাই 'আরশ।'

কোরাণ শরীফে লিখিত আছে, খোদাতালা সকলের সঙ্গে স্রষ্টা সৃষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের পর 'আরশে' অধিষ্ঠীত হইলেন। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধের পর যেই ভিন্ন সেই ভিন্নই রহিলেন—সৃষ্টির সহিত মিশ্রিত হইলেন না।

যাহা হউক, খোদাতালা মানুষের সঙ্গে থাকা ও সর্ব্ব ব্যাপী হওয়া খোদাতালার 'তশবিহী' বা সামঞ্জস্যমূলক (Immanent) গুণ। মানুষের কাছে তাঁহার নৈকট্য প্রমাণ করিবার জন্য খোদা তালা কোরাণ শরীফে এই গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

খোদাতালার, সৃষ্টি হইতে পর অপেক্ষাও পর দূর হইতে দূর (Beyond the beyond) এবং সর্ব্বোপরি হওয়া এবং 'আরশ' নামে অভিহিত, সৃষ্টির বহির্ভূত পবিত্র স্থানে অবস্থান তাঁহার "তনজিহী" বা পবিত্রতা জ্ঞাপক গুণের নামান্তর মাত্র। খোদাতালা

কোরাণ শরীফে এই গুণ বর্ণনা করিবার কারণ তাঁহার তৌহীদ একত্ব, অংশীহীনতা এবং সৃষ্টির গুণাবলী হইতে তাঁহার পবিত্রতা প্রমাণ করা।

অন্যান্য জাতি খোদাতালার সত্তা সম্বন্ধে হয়ত পবিত্রতা জ্ঞাপক গুণ অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ নির্গুণ নামে স্মরণ করিয়াছে, কিম্বা 'সগুণ' মান্য করিয়া এমন সামঞ্জস্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে, যেন তিনি সাক্ষাৎ সৃষ্টি তাঁহারা এই উভয় গুণ একত্রিত করে নাই। খোদাতালা কোরাণ শরীফে এই উভয় গুণ মুকুরে তাঁহার অবয়ব প্রকাশ করিয়াছেন। (চশমায় মারফতি, ৮৯—৯১ পৃঃ)

•

খোদাতা'লার পূর্ণগুন চতুষ্ঠয় ও 'আরশ'

আল্লাহ তালার চারিটি গুণ আছে যদ্বারা তাঁহার রবুবীয়ত' বা প্রভুত্বের পূর্ণ প্রতাপ প্রকাশ পায় এবং যাহা পূর্ণভাবে সেই অনাদি, অনন্ত সত্তার মুখশ্রী প্রকাশ করে। খোদাতালা সেই চারিটি গুণই সুরাহ ফাতেহায় বর্ণনা করিয়া আপনাকে 'মামুদ' বা পূজ্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, অর্থাৎ "হে উক্ত গুণ চতুষ্টয়ের অধিকারী খোদা আমরা শুধু তোমারই উপসনা করি, কারণ, তোমার রবুবীয়ত' (সৃষ্টি বাচক গুণ) সমগ্র বিশ্বময় ব্যপ্ত তোমার রহমানীয়ত ও (প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী যথোপযুক্ত সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করণ বাচক গুণ ও) সর্ব্বলোক ব্যাপী তোমার 'রহিমীয়ত ও (যাহারা কাজ করে, তাহাদের উন্নতির জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করণ মূলক গুণ ও) সর্ব্বলৌকিক এবং মালেকিয়ৎ (পুরস্কার ও শাস্তি দান বাচক গুণও) সর্ব্বলৌকিক। তোমার এই শোভা সৌন্দর্য্য তোমার অপার কৃপা—'হুসন্ এহ্সান' মধ্যেও কেহও তোমার শরীক (সমকক্ষ বা অংশী) নয়। এই নিমিত্ত আমরা তোমার এবাদত বা উপসনাতেও কাহাকে শরীক (সমকক্ষ বা অংশী) স্থাপন করিনা।"

অবহিত হও খোদাতালা এই সুরাহতে উক্ত চারিটি গুণকে তাঁহার অলুহিয়ত বা খোদাওন্দী ও ঈশ্বরত্বের পরম প্রকাশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ নিমিত্তই শুধু এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াই এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে যে খোদা মধ্যে এই চারিটি গুণ আছে, তিনিই পূজ্য এবং এই গুণাবলী সর্ব্বোতভাবে পূর্ণ গুণাবলী এবং একটি পরিধি স্বরূপ 'অলূহীয়ত' বা ঈশ্বরত্বের সমগ্র উপকরণ ও সর্ত্তগুলি পরিবেষ্টন করিতেছে। কারণ এই গুণাবলীর মধ্যে খোদাতালার আদি গুণাবলীর ও উল্লেখ আছে এবং শেষকালীন রূপক গুণাবলীরও উল্লেখ আছে।

মৌলিক নীতি বা সূত্র হিসাবে কোন ক্রিয়া আল্লাহতালার এই গুণ বা 'সিফত' সমূহের বর্হিভূত নহে। এই চারিটি গুণ খোদাতালার পূর্ণ অবয়ব প্রকাশ করে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে, ("সিংহাসনে আরোহন করিলেন") খোদাতালার এই গুণগুলি জগৎ সৃষ্টি করিবার পর প্রকাশিত হইলে, খোদাতালা এ অর্থে তাঁহার সিংহাসনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সহিত উপবেশন করিলেন যে, ঈশ্বরত্বের উপযোগী গুণগুলির মধ্যে কোন গুণই বহির্ভূত রহিলনা এবং সম্যক গুণ সমূহের পূর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল।

বাদশাহ সিংহাসনে উপবেশন করিলে সিংহাসনোপবেশন কালে তাহার সম্যক প্রতাপ প্রকাশ পায়। এক দিকে 'শাহী' (রাজকীয়) প্রয়োজনাদি সরবরাহের জন্য নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত হওয়ার আদেশ প্রদত্ত হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। 'রবুবিয়তে আম্মা' বা সাধারণ বিশ্ব-প্রতিপালনের ও ইহাই মর্ম্মগত কথা। অন্যদিকে রাজকীয় বদান্যতামূলক প্রসন্নতায়, কোন কর্ম্ম ব্যতিরেকেই উপস্থিত ব্যক্তিগণ বিপুল অর্থাদি প্রাপ্ত হয়; তারপর আবার যাহারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সাহায্য করা হয়। তারপর পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয় —কাহাকেও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়, কাহাকেও মুক্তিদান করা হয়।

এই চারিটি গুণই সিংহাসনারোহনের সর্ব্বকালীন অপরিহার্য্যাবস্থা।

সুতরাং খোদাতা'লার এই চারিটিগুণ জগতে প্রকাশ করা. অন্যকথায় তাহার সিংহাসনারোহণ বুঝায় ইহারই নাম 'আরশ্'।

(নাসিমে দাওত, ৮৫ পৃঃ টীকা হইতে।)

ফেরেস্তা ও 'আরশ'

হে ভদ্র মহোদয়গণ, মোসলমানদের এই ধর্ম্ম বিশ্বাস নয় যে, খোদাতা'লার আসন বা 'আরশ' কোন জড় কিম্বা সৃষ্ট বস্তু এবং তিনি তদোপরি উপবিষ্ট আছেন। সমগ্র কোরাণ শরীফ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর কোথাও একথা পাইবেনা যে, 'আরশ' কোন সসীম বা সৃষ্ট বস্তু।

খোদাতা লা বারম্বার কোরাণ শরীফে বলিয়াছেন "যত বস্তুর অস্তিত্ব আছে, সবই আমি সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই জমিন, আসমান, আত্মা (রুহ) এবং ইহাদের সমস্ত শক্তি সৃষ্টি করিয়াছি। আমি আমার সত্তার দিক দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তুই আমার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক অনু, প্রত্যেক বস্তু যাহা বিদ্যমান, সবই আমার সৃষ্ট।" কোথাও তিনি বলেন নাই, আরশও এক জড়বস্তু এবং আমি তাহার স্রষ্টা।"

খোদাতা'লা পরিস্কার বলেন যে, তিনি জমিনেও আছেন, আকাশেও আছেন এবং তিনি কোন বস্তুর উপর নহেন, বরং আপন অস্তিত্বে আপনি আছেন এবং সর্ব্ব বস্তু ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী। যেখানে তিনজন আছে, সেখানে চতুর্থ জন তাহাদের সঙ্গে খোদাতা'লা বিদ্যমান; যেখানে পাচজন থাকে, সেখানে ষষ্ঠ জন তাহাদের খোদাতা'লা বিদ্যমান। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে খোদাতা'লা নাই। অন্যত্র বলিয়াছেন :—

'যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও সেই দিকেই খোদার মুখ দেখিতে পাইবে।" "তিনি তোমাদের জীবন রজ্জু হইতেও অধিকতর সন্নিকট। তিনিই আদি তিনিই অন্ত। তিনি সর্ব্ব বস্তু অপেক্ষা অধিক সুপ্রকাশিত এবং তিনি গুপ্ত হইতে গুপ্ত।" তারপর বলিয়াছেন :—

"যখন আমরা বান্দা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি কোথায়. ইহার উত্তর,—আমি এমন সন্নিকট যে. আমাপেক্ষা অধিকতর সন্নিকট আর কেহই নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমাকে ডাকে, আমি তাহার ডাকের প্রত্যুত্তর দেই।" "সর্ব্ব বস্তুর 'ফল' আমার হস্তে। এবং আমার জ্ঞান সর্ব্ব ব্যাপী। আমিই জমিন আসমান ধারণ করিয়াছি। আমিই তোমাদিগকে জলে স্থলে ধারণ করিয়াছি।

এই সমস্ত আয়েতেই কোরাণ শরীফে আছে……কোরাণ শরীফে একথা নাই যে ফেরেস্তা খোদাতালাকে ধারণ করিয়া আছে, বরং স্থানে স্থানে এই আছে যে, খোদাতালা সর্ব্ব বস্তুকে ধারণ করিয়া আছেন। অবশ্য কোন কোন স্থানে এইরূপক উক্তি আছে যে খোদাতালার আরশ (সিংহাসন)—যাহা কোন জড় ও সৃষ্ট বস্তু নয়—'ফেরেস্তাগণ' উত্তোলন করিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা হইতে বুঝিতে পারে যে যেহেতু আরশ কোন শরীরী বস্তুই নয় এমতাবস্থায় 'ফেরেস্তাগণ' কি উত্তোলন করিবে? অবশ্য ইহা কোনরূপক কথা হইবে।

এখন প্রকৃত কথা শুন। কোরাণ শরীফে 'আরশ' শব্দ যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার অর্থ খোদার মহিমা, শক্তি ও শ্রেষ্ঠতা—'আজমত' 'জবরুত' ও 'বোলন্দী'। একারণেই ইহাকে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে গণনা করা হয় নাই।

খোদাতা'লার 'আজমত ও 'জবরুত' মহিমা ও শক্তির বিকাশ আছে। বেদে এই চারিটি বিকাশকে চারিটি দেবতা নামে অবিহিত করিয়াছে। কিন্তু কোরাণ করীমের পরিভাষানুসারে ইহাদিগকে 'ফেরেস্তা'ও বলা হয়। যথা, (১) আকাশ, ইহাকে ইন্দ্রও বলা হয়; (২) সূর্য্য দেবতা, ইহাকে আরবীতে 'শম্‌স্' বলা হয়; (৩) চন্দ্র ইহাকে আরবীতে 'কমর' বলা হয়; (৪) ধরিত্রী, ইহাকে আরবীতে 'আরদ' বলা হয়। এই চারি দেবতা যদ্রুপ আমি এই পুস্তকে লিখিয়া আসিয়াছি খোদাতালার 'জবরুত' তাজমত বা প্রভাব প্রতাপ ও মহিমার পূর্ণ বিকাশক গুণ চতুষ্টয়কে—যাহাদিগকে অন্য কথায় আরশ বলা হয় ধারণ করিয়া আছে, অর্থাৎ তাহা জগতে প্রকাশ করিতেছে।……
কোরাণ শরীফে তিন প্রকার ফেরাস্তা উল্লিখিত আছে:—

(১) জড় জগতের দেহাণুসমূহ ও আত্মার শক্তির নিচয়।

(২) আকাশ, সূর্য্য চন্দ্র ও ভূমণ্ডলের শক্তি নিয়ে যাহা সতত কার্য্য করিতেছে।

(৩) ইহাদের সকলের উপর জীব্রাইল, মিকাইল,—আজ্‌রাইল—যাহাকে বেদে জম বলা হইয়াছে—প্রভৃতি নামে পরিচিত উন্নত শক্তি সমূহ রহিয়াছে।

কিন্তু এস্থলে ফেরেস্তা দ্বারা সেই চারি দেবতা বুঝায় অর্থাৎ আকাশ ও সূর্য্য ইত্যাদি যাহারা খোদাতালার চারিটি গুণ বিকাশ করিতেছে। এই গুণগুলিকেই অন্য কথায় আরশ বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, বৈদিক এই চারি দেবতা,—অর্থাৎ আকাশ সূর্য্য, চন্দ্র ও ধরিত্রী খোদাতালার আরশ—অর্থাৎ রবুবিয়ত 'রহমানিয়ত' রহীমীয়ত এবং মালেকে ইয়াওমিদ্দন গুণগুলি ধারণ করিতেছে।

ফেরেস্তা শব্দ কোরাণ শরীফে সাধারণ। প্রত্যেক বস্তু যাহা তাঁহার শব্দ শুনে তাহা তাঁহার ফেরেস্তা কারণ তাহারা তাঁহার ধ্বনি শ্রবণ করে এবং তাঁহার আদেশ পালন করে। যদি প্রত্যেক অণু পরমাণু তাঁহার কথা না শুনে তবে খোদাতালা জমিন আসমানের দেহগুলি কিরূপে সৃজন করিয়াছেন? এই যে রূপক উক্তি আমি বর্ণনা করিয়াছি খোদাতালার কালামে এরূপ বহুরূপক উক্তি আছে। তাহা অত্যন্ত সুক্ষ্ম জ্ঞানপুর্ণ (নসিমে দাওত ৮৩—৮৬ পৃঃ)

ফেরেস্তা

যাহারা মালায়েক বা ফেরেস্তাগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহারা বড়ই ভুল করে। তাহারা এটুকুও জানেনা যে, প্রকৃতপক্ষে যত বস্তু জগতে আছে, উহাদের প্রত্যেক অণুগুলির প্রতি ফেরেস্তা শব্দ প্রযোজ্য। আমি ইহাই মনে করি যে, তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে কোন কোন বস্তু ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। এমন কি জলের একটি বিন্দুও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে না।

("তাহার প্রশংসা সহ তাঁহার পবিত্রতা ঘোষনা না করে এমন কোন বস্তু নাই") বাক্য ও ইহাই প্রকাশ করে এবং (হে রাব, সর্ব্ব বস্তুই তোমার আজ্ঞাধীন সেবক) অর্থও ইহাই। ইহাই ইসলাম এবং ইমান। ইহা ছাড়া সবই দুর্গন্ধ পুতিময়। (আল্‌ হাকাম, ১৭ই এপ্রিল, ১৯০৩)

খোদাতা'লার 'কুরসী' বা সিংহাসন সম্বন্ধে এই আয়েতটি আছে:—'খোদার কুরসি' বা সিংহাসনের মধ্যে সমগ্র ভূ-জগত ও আকাশ বিরাজমান। তিনি এ সকলই 'উত্তোলন' বা 'ধারণ' করিতেছে। এগুলির ধারণ দ্বারা তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতি উচ্চ, কেহ তাঁহার রহস্য ভেদ করিতে পারে না। তিনি অতি বড়, তাঁহার মহিমার সম্মুখে কোন বস্তুই কিছু নয়।"

তাঁহার 'কুরসি' বা সিংহাসন সম্বন্ধে ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা একটি রূপক উক্তি মাত্র। ইহা দ্বারা ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 'জমিন-আসমান' সকলই খোদাতা'লার মুষ্ঠিগত ও কর্তৃত্বাধীন। তাঁহার মহিমা অসীম, অনন্ত। …অবশ্য, 'আরশের উপর খোদাতা'লার 'এস্তাওয়া' সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরাণ করীমে আল্লাহতা'লা বলেন:—

তোমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পর আরশের উপর স্থির হইয়াছেন;" অর্থাৎ, প্রথমতঃ, তিনি এ জগতের ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও আকাশস্থ দেহগুলি সৃষ্টি করেন এবং ছয় দিনে সকলই সৃজন করেন; (ছয় দিন একটি দীর্ঘ কাল)। অতঃপর, তিনি 'আরশে' স্থির হন; অর্থাৎ, সর্ব্ব পবিত্রতা ব্যঞ্জক 'মকাম' অবলম্বন করেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, (এস্তাওয়া) শব্দের সহিত 'ছেলা' বা অব্যয় ব্যবহৃত হইলে ইহার অর্থ কোন বস্তু উহার উপযোগী কোন স্থানে স্থির হওয়া। যেমন কোরাণ শরীফে একটি আয়েত আছে:—

"নুহের তরণী তুফানের পর এমন স্থানে স্থির হইল, যাহা উহার উপযোগী ছিল।" অর্থাৎ সে স্থান অবতরণের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল।

নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা বাচক গুণ (তানাজ্জুও তকদ্দুসের মকাম) আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুরই লয় চায় বলিয়া ইহাতে একথার প্রতিও ইঙ্গিত আছে যে খোদাতালা যেমন কোন কোন সময় তাঁহার খালেকীয়ত (সৃষ্টি) বাচকগুণের প্রেরণায় বিভিন্ন সৃষ্টির উদ্ভব করেন, সেইরূপ আবার তাঁহার পবিত্রতা ও একত্বের তাড়নায় উহাদের সকলের অস্তিত্ব লয় করেন।

বস্তুতঃ, 'আরশের' উপর স্থির হওয়া পবিত্রতা ব্যঞ্জক গুণের (মকামে তানাজ্জুহ) প্রতি ইঙ্গিত করে যেন না হয় যে, খোদাও সৃষ্টি পরস্পর বিমিশ্রিত বলিয়া মনে করা হয়।

সুতরাং, কিসে জানা যায় যে খোদাতালা 'আরশের উপর অর্থাৎ সেই পরাৎপর, ওরা-ওল-ওরা মকামে—সীমাবদ্ধ বা বন্দী স্বরূপ আছেন?

কোরান শরীফে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, খোদাতালা সর্ব্বত্র বিদ্যমান হাজের নাজের। তিনি বলেন:—"যেখানেই তোমরা থাক সেখানেই খোদা সঙ্গে থাকেন।"

অন্যত্র বলিয়াছেন:—"খোদা সকলের পূর্ব্বে বিদ্যমান, কিন্তু সকলের পূর্ব্বে হওয়া সত্বেও তিনি সকলের শেষ। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেদীপ্যমান

কিন্তু সকলের চেয়ে দেদীপ্যমান হওয়া সত্বেও তিনি সকল হইতে গুপ্ত।

তারপর বলিয় ছেন :—"খোদা প্রত্যেক বস্তুর জ্যোতিঃ। তাহারই জ্যোতিঃ প্রত্যেক বস্তুতে বিদ্যমান সেই বস্তু স্বর্গেই অবস্থান করুক বা মর্ত্তেই অবস্থান করুক।"

তারপর বলিয়াছেন :—"খোদা প্রত্যেক বস্তু বেষ্টন করিয়াছেন।"

তারপর বলিয়াছেন :—' তিনিই খোদা, তিনি ব্যতীত কোন খোদা নাই। তিনি প্রত্যেক প্রাণের প্রাণ। তিনি প্রত্যেক অস্তিত্বের আশ্রয়।" এই আয়েতের শাব্দিক অর্থ এই যে তিনিই জীবিত খোদা সেই খোদাই কায়েম বিজজাত—আপনা দ্বারা আপনি স্থিত।

সুতরাং তিনিই জীবিত তিনিই শুধু আপনা দ্বারা আপনি স্থিত বলিয়া স্পষ্টতঃ জানা যায় যে তিনি ব্যতীত যাহারই জীবন আছে সে তাঁহারই জীবন দ্বারা জীবিত এবং মর্ত্তে, কিম্বা স্বর্গে যাহাই আছে তাহা তাঁহারই দ্বারা স্থিত।

তারপর বলিয়াছেন :—"সেই খোদাই জমিনে আছেন এবং তিনিই আসমানে আছেন।"

আবার বলিয়াছেন, "যখন তিন জন ব্যক্তি কোন গোপনীয় কথা বলে, তখন চতুর্থ জন থাকেন খোদা। যখন পাঁচজন কথা বলে, তখন ষষ্ঠ জন তাহাদের মধ্যে খোদা বিদ্যমান থাকেন।" আবার বলিয়াছেন :—"আমি মানুষের জীবন রজ্জু অপেক্ষাও তাহার সন্নিকট।"

এইরূপ অপরাপর বহু আয়েতে বারম্বার বলা হইয়াছে যে, খোদা তালা সর্ব্বত্রই 'হাজের নাজের, বিদ্যমান, এমন কি তিনি সকল প্রাণেরই প্রাণ। খোদাতালা সৃষ্টি হইতে পৃথক নহেন। খোদাতালা এই একটি মাত্র দিকেই ঐশী পরিচয় (মারফতে এলাহী) সংক্রান্ত বিষয় শেষ করিলে হিন্দুদের ন্যায় মোসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টি পূজা আরম্ভ হইত কারণ, এই অবস্থায় খোদা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রভেদ চিহ্ন থাকিতনা।

এই কারণেই পরিণামে বেদ দ্বারা সৃষ্টি পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কারণ সর্ব্বত্র অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্রকে উপাস্য স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিশেষে লোকেরা ইহাদিগকে খোদাই মনে করিয়াছে। বস্তুতঃ অগ্নি প্রভৃতি পরমেশ্বরেরই নাম ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও খোদা তালার এই যে শ্রেষ্ঠতম নাম—(ইসম আজম' ,—তিনি সর্ব্ববিধ সৃষ্টি হইতে পরাৎপর (ওরা-ওল-ওরা) এবং সমগ্র সৃষ্টি হইতে মহৎ ও উচ্চ বেদে ইহা উক্ত হয় নাই।

এই নিমিত্তই এই সমুদয় অধর্ম্ম বেদ কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে বরং বেদ কথায় কথায় সৃষ্টি পূজার প্রতি আকর্ষণ করে এবং খোদাতালাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। যজুর্ব্বেদ একবিংশ অধ্যায় উনবিংশ মন্ত্রে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর গর্ভে অবস্থান করেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু অবকাশ ধারণ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই যে পরমেশ্বর গর্ভে অবস্থান করেন তাঁহাকে সর্ব্ব দিক দিয়া দেখিতে পান।

এখন, দেখ, বেদ পরমেশ্বরকে কেমন সীমাবদ্ধ করিয়াছে। প্রত্যেক সীমাবদ্ধ বস্তুর নামে তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের বর্ণনানুসারে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু সকলই পরমেশ্বর তারপর ইহাও লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর যেমন মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন, সেইরূপ তিনি সূর্য্যের সুবর্ণচ্ছটায় ও বাস করেন। ইহা যজুর্ব্বেদের ঈশ উপনিষদের ১৫শ ও ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা নির্ণীত হয়। সেইরূপ তিনি নাভীর দশ অঙ্গুলী নিম্নেও অবস্থান করেন। ইহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে 'লিঙ্গ' পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

সুতরাং কোরাণ শরীফের ন্যায় বেদে কেবল মাত্র তশবিহী বা সামঞ্জস্য মূলক গুণাবলী উক্ত না হইয়া খোদাতালার তানজিহী বা পবিত্রতা জ্ঞাপক গুণাবলীও লিখিত হইলে উহা দ্বারা সৃষ্টি পূজার এই তুফান উৎপন্ন হইত না।

এই নিমিত্তই কোরাণ শরীফ সর্ব্ব প্রকার প্রতারণাকারী উক্তি হইতে সুরক্ষিত। ইহা খোদাতালার গুণাবলী এমন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে যে তদ্বারা আল্লাহতালার তৌহীদ শেরেকের সংমিশ্রন হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, কারণ প্রথমতঃ ইহা খোদাতালার সেই সকল গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছে যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি কিরূপে মানুষের নিকটবর্ত্তি এবং কিরূপে তাঁহার আখলাক বা নীতি হইতে মানুষ অংশ গ্রহণ করে। এই সকল গুণাবলীর নাম 'তশবিহী' বা সামঞ্জস্যমূলক গুণাবলীতে খোদাতালা অসীম কিম্বা সৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ বলিয়া পরিগণিত হইবার আশঙ্কা থাকে। এই নিমিত্ত এ সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য খোদাতালা তাঁহার অপর একটি গুণ বর্ণনা করিয়াছেন :—অর্থাৎ 'আরশের উপর স্থির হওয়া মূলকগুণ। ইহার অর্থ খোদাতালা সকল সৃষ্ট হইতে শ্রেষ্ঠ ও উর্দ্ধ মকামে অবস্থিত। কোন বস্তু তাঁহার আকার আকৃতি—সম্পন্ন বা অনুরূপ এবং অংশী নয়। এ ভাবে খোদাতালার তৌহীদ পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়। ('চশমায় মারফত' ১১০—১২পৃঃ)

খোদাতালা দুর্ব্বল মানবকে তাঁহার কামেল মারফত বা পূর্ণ পরিচয় সম্বন্ধে অবগত করিবার জন্য তাঁহার গুণাবলী কোরাণ শরীফে দুই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। যথা—

(১) প্রথমতঃ এ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যদ্বারা তাঁহার গুণাবলী রূপকভাবে সৃষ্টির গুণাবলীর অনুরূপ বলিয়া প্রকাশ পায়। যেমন তিনি 'করীম' 'মোহসেন' অর্থাৎ অতীব দয়াবান ও দাতা। তাঁহার ক্রোধ ও আছে এবং তাঁহার মধ্যে প্রেম ও আছে। তাঁহার হস্ত, চক্ষু, পা এবং কান ও আছে। তারপর আবাহমান কাল হইতে অনন্ত ব্যাপী সৃষ্টি তাঁহার সহিত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন বস্তুরই তাঁহার তুলনায় ব্যক্তিগত চিরত্ব নাই, অবশ্য জাতিগত চিরত্ব আছে এবং তাহাও খোদা তালার খালাফ বা সৃষ্টিকরণ বাচক গুণের জন্য কোন অপরিহার্য্য বিষয় নয়। কারণ খালাফ বা সৃষ্টি করা যেমন তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম সেইরূপ কখনো কোন সময় একত্বের (ওয়াহদাৎ তাজজুররুদের) জ্যোতিঃ বা (তজল্লী) প্রকাশ করাও তাঁহার গুণাবলীর অন্তর্গত এবং কোন গুণের পক্ষে চির নিষ্ক্রয়তা বা চির অবসর গ্রহণ সিদ্ধ নয় অবশ্য সাময়িক নিষ্ক্রয়তা সাময়িক অবসর গ্রহণ সিদ্ধ আছে।

বস্তুতঃ খোদাতালা মানব সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা তাহার সেই সকল 'তাশবিহী' বা সামঞ্জস্যমূলক গুণাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, যে সকল গুণাবলীর সহিত বাহ্যতঃ মানবের যোগ আছে। যেমন 'খালেফ' (স্রষ্টা) হওয়া। কারণ, মানবও তাহার গণ্ডী বা সীমার অভ্যন্তরে কোন কোন বস্তুর 'খালেফ' বা আবিষ্কারক ও নির্ম্মাতা সেইরূপ মানবকে 'করীম' ও বলা যায়। কারণ সে তাহার সীমার মধ্যে 'করম' বা অনুগ্রহজনিত দান বাচক গুণও ধারণ করে। সেইরূপ মানবকে 'রহীম' ও বলা যায়। কারণ সে তাহার সীমার অভ্যন্তরে দয়া গুণ ধারণ করে। ক্রোধজনক বৃত্তিও তাহার মধ্যে আছে। সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সকলই মানব মধ্যে আছে। সুতরাং এই সকল 'তাশবিহী' গুণাবলী দ্বারা কাহারো মনে এইরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারিত যে মানুষ যেমন এই সকল গুণাবলীতে খোদাতালার অনুরূপ এবং খোদা তালা মানুষের অনুরূপ। এই নিমিত্ত খোদাতালা এই সকল গুণাবলীর মোকাবিলায় কোরাণ শরীফে তাঁহার 'তানজিহী' গুণাবলীর ও উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ এরূপ গুণাবলীর ও উল্লেখ করিয়াছেন, যদ্বারা নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, খোদাতালার সত্বা ও গুণাবলীতে মানুষের সহিত তাঁহার কোনই যোগ নাই এবং মানুষের ও তাঁহার সহিত কোন যোগ নাই। তাহার 'খালফ' বা সৃষ্টি করণ ও মানবের সৃষ্টি করণ বা 'খালফের অনুরূপ নয় এবং তাহার প্রেমও মানবের প্রেমের ন্যায় নয় এবং মানবের ন্যায় কোন স্থানের প্রয়োজন নাই। এই আলোচনা তর্থাৎ খোদাতালা তাঁহার গুণাবলীতে মানুষ হইতে পৃথক হওয়া সম্বন্ধে কোরাণ শরীফ

বলে :— "কোন বস্তুই সত্বা ও গুণে খোদাতালার অংশী বা শরীক' নয় এবং তিনি শ্রবণ করেন ও দেখেন।" অন্যত্র বলা হইয়াছে :—

"প্রকৃত অস্তিত্ব, প্রকৃত জীবন ও প্রকৃত সর্ব্ব গুণাবলী খোদার বৈশিষ্ট। কেহ তাহাতে তাঁহার অংশী নয়। তিনিই সত্বা হিসাবে জীবিত এবং অন্য সকলই তাঁহার দ্বারা জীবিত। তিনিই তাঁহার সত্বায় স্বয়ং স্থিত এবং অন্য সর্ব্ব বস্তুর স্থিতি তাঁহার সাহায্যে বিদ্যমান তাঁহার যেমন মৃত্যু নাই সেইরূপ সামান্য রকম চৈতন্যহীনতা যেমন নিদ্রা ও তন্দ্রা তাহাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু অন্যান্যের যেমন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তেমনই তন্দ্রাও হয়। যাহা কিছু তোমরা ভূপৃষ্ঠে কিম্বা আকাশে দেখিতে পাও তৎসমুদয়ই তাঁহার এবং তিনি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ও বিদ্যমান আছে। কে আছে যে তাঁহার আদেশ ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ (শাফাত) করিতে পারে? তিনি জানেন যাহা মানবের সম্মুখে আছে এবং যাহা মানবের পশ্চাতে রহিয়াছে অর্থাৎ তাহার জ্ঞান উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্ব্ব বিষয় ব্যাপী! কেহ তাহার জ্ঞানের কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে না কিন্তু যতদুর তিনি চান ততদুরই জানিতে পারেন। তাঁহার শক্তি ও জ্ঞান সমগ্র গগন ভুবন পরিবৃত। তিনি সকলই উত্তোলন (ধারণ) করিতেছেন। এমন নয় যে, কোন বস্তু তাহাকে ধারণ করিতেছে। তিনি আকাশও ভুবন এবং তদস্থ যাবতীয় বস্তু ধারণ করিতে ক্লান্তি বোধ করেন না। কোন দুর্ব্বলতা অক্ষমতা তাঁহার প্রতি আরোপিত হওয়ায় তিনি উপরে, উর্দ্ধে।"

তারপর আল্লাহতালা অন্যত্র বলেন :—

'তোমাদের প্রতিপালক হইতেছেন সেই খোদা যিনি গগন ভুবন ছয় দিনে সৃষ্টি করেন অতঃপর 'আরশ' বা সিংহাসনে স্থির হন। অর্থাৎ তিনি গগন ভুবন এবং তন্মধ্যস্থিত সর্ব্ব বস্তু সৃষ্টি করিবারও তাশবিহী বা সামঞ্জস্যমূলক গুণাবলী প্রকাশ করিবার পর আবার 'তানজিহী' বা পরাৎপরমূলক গুণাবলী সপ্রমাণ করিবার জন্য তানাজ্জুহ ও তাজারেদ বাচক পদ বা সর্ব্ব পবিত্রতা ও একত্বের প্রতি লক্ষ্য করেন। ইহা পরাৎপর (ওরা ওল-ওরা) বাচক পদ সৃষ্টির নৈকট্য হইতে দূরে। উহাই সর্ব্বোচ্চপদ (মকাম) যাহা 'আরশ' নামে অভিহিত।

বিশদ ভাবে বলিতে গেলে বিষয়টি এই :—প্রথমে সমস্ত সৃষ্টি অনস্তিত্বের গর্ভে ছিল এবং খোদাতালা 'ওরা-ওল-ওরা বা পরাৎপর মার্গে (মোকামে) তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে ছিলেন যাহার নাম 'আরশ' অর্থাৎ সেই মার্গ যাহা সর্ব্বলোকের উর্দ্ধে ও সর্ব্ব পেক্ষা মহৎ তাহারই প্রকাশ ও জ্যোতিঃ ছিল। তাহার সত্বা ভিন্ন কিছুই ছিল না। তাপের তিনি স্বর্গ ও ভুবন এবং তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি প্রকাশ লাভ হইলে তিনি আবার আপনাদের অন্তহিত করেন এবং তিনি চাহেন যেন তিনি তাঁহার সৃষ্টি দ্বারা পরিচিত হন। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে চিরভাবে ঐশী গুণাবলী (সিফতে এলাহিয়া) কখনো ও কর্ম্ম বিরত থাকে না, খোদাতালা ব্যতীত কোন বস্তু বা ব্যক্তি-গত চিরত্ব ও প্রাচীনত্ব নাই। খোদাতালার কোন গুণ বা সিফতের চির কর্ম্ম বিরতি (১) নাই, কিন্তু সাময়িক কর্ম্ম বিরতি, (২) অপরিহার্য্য সৃষ্টিমূলক গুণ (৩) ও প্রলয়মূলক গুণ, (৪) পরস্পর বিরোধী। এ নিমিত্ত যখন প্রলয় মূলক গুণের একটি পূর্ণ যুগ চক্র, (৫) আসে তখন সৃষ্টিমূলক গুণ একটি কাল পর্য্যন্ত কার্য্য করে না।

বস্তুতঃ, প্রথমতঃ খোদাতালার 'ওয়াহদাৎ' বা একত্ববাচক 'যুগচক্র' ছিল। ইহা কতবার প্রকাশ পাইয়াছিল আমরা বলিতে পারি না। ইহা চির ও অনন্ত। যাহা হউক 'ওয়াহদাৎ' বা একত্ব বাচক গুণের ক্রিয়া চক্র' অন্যান্য গুণাবলীর উপর 'কালাগ্রেয়তা' ('তাকাদ্দুমে জমানী) সম্পন্ন।

এই নিমিত্ত বলা হয় যে প্রথমে খোদাতালা একাকী ছিলেন তাহার সঙ্গে কেহই ছিল না। তারপর খোদাতালা জমিন আসমান ও তন্মধ্য-স্থিত যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন। সেই সম্বন্ধের দরুণই তিনি তাহার গুণাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি 'করীম 'রহীম' গফুর তওবা কবুলকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে জেদ করে এবং প্রত্যাবর্ত্তন করে না তাহাকে তিনি শাস্তি প্রদান না করিয়া ছাড়েন না। তারপর তিনি তাহার এই গুণও প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি তওবাকারীদিগকে প্রেম করেন। তাহার গজব বা ক্রোধ শুধু তাহাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত হয়, যাহারা অত্যাচার অনাচার ও পাপ হইতে কখনো প্রত্যাবর্ত্তন করে না। তিনি তাহার গ্রন্থে এই গুণও বলিয়াছেন যে তিনি দেখেন শোনেন প্রেম করেন ক্রোধান্বিত হন। তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু কর্ণের ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহার দেখা মানুষের দেখার ন্যায় নহে তাহার শোনা মানুষের শোনার ন্যায় নহে, তাহার প্রেম করা মানব প্রেমের ন্যায় নহে তাহার ক্রোধ মানবের ন্যায় নহে এবং তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ সৃষ্টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয় সমূহের ন্যায় নহে—বরং তিনি সকল বিষয়ে অনুপম অনুপমেয়, বেমেসিল। তিনি বারম্বার পরিষ্কার বলিয়াছেন যে তাহার এই সমুদয় তাবৎ গুণাবলী তাহার সত্বার উপযোগী মানবীয় গুণাবলীর ন্যায় নহে। তাহার চক্ষু প্রভৃতি শরীর কিম্বা শরীরী নহে এবং তাহার কোন গুণেরই মানবের কোন গুণের সহিত সামঞ্জস্য নাই।

দৃষ্টান্ত স্থলে, মানুষ ক্রোধের সময় প্রথমতঃ ক্রোধজনিত কষ্ট স্বয়ং ভোগ করে উত্তেজনায় ও ক্রোধের সময় তৎক্ষণাৎ তাহার সুখানুভূতি দূরীভূত হইয়া এক প্রকার জ্বালা তাহার চিত্তে উদ্ভূত হয়। এক প্রকার উন্মাদ সুলভ পদার্থ তাহার মস্তিস্কে আরোহণ করে এবং তাহার অবস্থা একরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করে। কিন্তু খোদাতালা এই সকল পরিবর্ত্তনসমূহ হইতে পবিত্র। তাহার গজব বা ক্রোধের অর্থ এই যে তিনি সেই ব্যক্তি হইতে তাহার সাহায্যের ছায়া উঠাইয়া লেন যে ব্যক্তি অন্যায় হইতে বিরত হয় না। তিনি তাহার চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এইরূপ ব্যক্তির সহিত এরূপ ব্যবহার করেন। যেমন কোন ক্রোধান্বিত ব্যক্তি করিয়া থাকে। সুতরাং রূপক ভাবে তাহার সেই ব্যবহার ক্রোধ বলিয়া অভিহিত হয়।

সেইরূপ তাহার প্রেম মানব প্রেমের ন্যায় নহে। কারণ প্রেমের আবেগেও মানুষ কষ্ট পায় এবং প্রেমাস্পদের পৃথক হওয়াতেও তাহার প্রাণে দুঃখ হয়। কিন্তু খোদাতায়লা এই সকল দুঃখ কষ্ট হইতে পবিত্র।

তাহার নৈকট্য ও মানবের নৈকট্যের ন্যায় নহে। কারণ মানুষ যখন কাহারো নিকটবর্ত্তি হয় তখন তাহার পূর্ব্ব স্থান পরিহার করে কিন্তু তিনি নিকটবর্ত্তি হওয়া সত্ত্বেও দূরে থাকেন এবং দূরে থাকা সত্ত্বেও নিকটে আছেন;

বস্তুতঃ খোদাতালার প্রত্যেক গুণ মানবের গুণ হইতে সতন্ত্র শুধু শাব্দিক ঐক্য বিদ্যমান তদপেক্ষা অধিক নয়। এই নিমিত্ত খোদাতালা কোরাণ শরীফে বলেন :—

"কোন বস্তু সত্বায় কিম্বা গুণে খোদাতালার সমকক্ষ নয়।" এখন বিচারক্ষম পাঠকগণ অবহিত হউন যে এই অর্থের প্রতিই নিম্নবর্ণিত আয়েত ইঙ্গিত করে। "তিনিই খোদা যিনি সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করিবার পর আবার তাঁহার 'ওরা-ওল ওরা" বা পরাৎপর মকামের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং আরশের উপর স্থির হন। আমি পূর্ব্বও লিখিয়াছি যে, কোরাণ শরীফে আরশ বলে সেই 'মকাম' বুঝায়, যাহা 'তাশবিহী' বা সামঞ্জস্যমূলক পদের উর্দ্ধে ও সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ গোপন হইতেও গোপন, সর্ব্ব পবিত্র ও সর্ব্ব ক্রটীহীন পদ তাহা এমন কোন স্থান নয় যে প্রস্তর ইষ্টক কিম্বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত এবং খোদাতালা উহার উপর উপবিষ্ট। এই জন্য আরশকে গায়ব মাখলুক বা অসৃষ্ট বলা হয়।

খোদাতালা যেমন একথা বলিয়াছেন যে, তিনি কখন কখন মোমেনের অন্তরে তাঁহার 'তজল্লি' বা জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন সেইরূপ তিনি বলেন

যে আরশের উপর তাহার 'তজল্লি' বা জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। তিনি পরিষ্কার বলেন যে সর্ব্ব বস্তুই তিনি ধারণ (উত্তোলন) করিতেছেন। সর্ব্ব লোক অপেক্ষা উন্নত মকাম আরশ ইহা তাঁহার তানজিহী বা সর্ব্ব পবিত্রতাময় গুণের প্রতীক বা 'মজহার।'

অনাদি অনন্ত কাল হইতে খোদাতালার মধ্যে দুইটি গুণ আছে। একটি গুণ হইতেছে 'তাশবিহী' অন্য গুনটি 'তানজিহী' খোদার কালামে (১) 'তাশবিহী' গুণ ও (২) তানজিহী গুন এই উভয় গুণেরই উল্লেখ করা জরুরী ছিল। এই নিমিত্ত খোদাতালা তাশবিহী গুণাবলী প্রকাশ করিবার জন্য তাহার হস্ত, চক্ষু, প্রেম ক্রোধ প্রভৃতি গুণাবলী কোরাণ শরীফে বর্ণনা করিবার পর সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা হওয়ায় কোন কোন স্থানে (তাহার ন্যায় কোন বস্তুই নহে) এবং কোন কোন স্থানে (অতঃপর তিনি সিংহাসনে স্থির হইলেন) বলিয়াছেন।

একাদশ পারা সুরা রাদে এই আয়েত আছে ;—

"তোমাদের খোদা সেই খোদা যিনি আকাশ মণ্ডলকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে উচ্চ করিয়াছেন, যেমন তোমরা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশের উপর স্থির হইয়াছেন, এই আয়েতের জাহেরী (শাব্দিক) অর্থের দিক দিয়া এস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, খোদাতালা কি পূর্ব্বে আরশের উপর স্থির ছিলেন না? ইহার উত্তর শুধু এই—'আরশ' কোন শরীরী বা ভৌতিক বস্তু নয়। ইহা 'ওরা-ওল-ওরা বা পরাৎপর (Beyond the beyond) হওয়ার একটি অবস্থা। ইহা আল্লার একটি গুণ।

সুতরাং; যখন খোদাতালা জমিন, আসমান ও প্রত্যেক বস্তু যাহা আছে তাহা সৃষ্টী করিলেন এবং 'জিল্লি' বা প্রতিবিম্বাকারে তাঁহার (নূর) বা জ্যোতিঃ দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রকে জ্যোতিঃ প্রদান করিলেন এবং মানবকে ও রূপক ভাবে তাঁহার আকৃতিতে সৃষ্টী করিলেন ও তাহার মহৎ গুণাবলী (আখলাক করীমা) মানব মধ্যে ফুৎকার করিলেন তখন এভাবে খোদাতালা নিজের জন্য এক প্রকার 'তশরিহ' বা অনুরূপাকৃতি স্থাপন করিলেন কিন্তু তিনি সর্ব্ব প্রকার 'তশবিহ বা সামঞ্জস্য হইতে পাক পবিত্র বলিয়া 'আরশের' উপর স্থির হওয়া তাহার 'তানাজজুহ' বা সর্ব্ব পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন।

সার কথা তিনি সব কিছু সৃষ্টি করিয়াও সৃষ্টীর সহিত এক বা যথার্থ সৃষ্টী নহেন বরং তিনি সকল হইতে পৃথক, দূর হইতে দূর পরাৎপর ওরা-ওল-ওরা অবস্থায় আছেন,

যোরশ প্যারা সুরা তাহায় খোদাতালা বলেন :—

'-খোদা হইতেছেন 'রাহমান' (যাচ্ঞা ব্যতীত দাতা)। তিনি আরশের উপর স্থির হইলেন।"

এই স্থির হওয়া অর্থ—যদিও তিনি মানব সৃষ্টী করিয়া তাহাকে আপনার বহু পরিমাণ নৈকট্য প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই তাবৎ জ্যোতিঃ সাময়িক বটে, অর্থাৎ তাহার সামঞ্জস্য মূলক সকল জ্যোতিঃ কোন বিশেষ সময়ে প্রকাশিত হয় যাহা প্রথমে থাকে না। কিন্তু অনাদি ভাবে খোদাতালার থাকিবার স্থান (করার গাহ) 'আরশ'। ইহা 'তানজিহ' বা সর্ব্ব পবিত্রতা অবস্থা কারণ সমস্ত বস্তু সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা যে নামঞ্জস্য মূলক অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহা খোদা তালার অবস্থান ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কারণ তাহা লয়শীল। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাহা লয়ের সম্মুখে থাকে। খোদাতালার অবস্থান ক্ষেত্র সেই মকামের নামান্তর বটে, যাহা লয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তও পবিত্র। সেই মকাম বা অবস্থাই 'আরশ'।

এ স্থলে আরো একটি আপত্তি বিরুদ্ধবাদীগণ উপস্থিত করিয়া থাকে কোরাণ শরীফের কোন কোন স্থান হইতে জানা যায় যে কেয়ামতের সময় আরশ ৮ জন ফেরেস্তা ধারণ করিবে। ইহা হইতে ইঙ্গিত ক্রমে জানা যায় যে, পৃথিবীতে ৪ জন ফেরেস্তা আরশ ধারণ করিতেছেন। এখন এ স্থলে এই প্রশ্ন হয় যে, কেহ তাঁহার সিংহাসন ধারণ করিবে খোদা তালা ইহা হইতে পবিত্র ও অত্যুর্দ্ধে।

ইহার উত্তর এই যে—এখনই তোমরা শুনিয়াছ যে, আরশ কোন শরীরী বা ভৌতিক বস্তু নয় যাহা ধারণ করা যাইতে পারে বা যাহা ধারণ করিবার উপযোগী। 'তাকাদ্দুস' ও 'তানাজজুহ' বা সর্ব্ব পবিত্রতাময় মকামের নাম আরশ। এই নিমিত্ত ইহাকে 'গয়র মখলুক' বা অসৃষ্ট বলা হয়। নতুবা কোন ভৌতিক শরীরী বস্তু খোদাতালার খালেকিয়ত বা সৃষ্টি বাচক গুণের বহির্ভূত কিরূপে হইতে পারে? আরশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সকলই রূপক উক্তি।

সুতরাং ইহাই একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।

এখন আমি ফেরেস্তাগণ ধারণ করিবার প্রকৃত তত্ত্ব পাঠকগণকে বলিতেছি। তাহা এই যে খোদাতালা তাঁহার 'তানজজুহ' বা সর্ব্ব পবিত্রতাময় মকামে অর্থাৎ সেই অবস্থায় যখন তাহার 'তানাজজুহ' বা সর্ব্ব পবিত্রতাময় গুণ তাঁহার সর্ব্ব গুণাবলীর অবয়ব আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাকে 'ওরা-ওল-ওরা, নেহা-দর-নেহা, পরাৎপর ও গুপ্তাতীত গুপ্ত করিয়া ফেলে যে অবস্থা বা মকামের নাম কোরাণ শরীফের পরিভাষানুসারে 'আরশ'—মানব বুদ্ধির বহির্ভূত হইয়া পড়েন, তাঁহাকে জানিবার কোন শক্তি বুদ্ধির আর থাকে না। তখন তাঁহার চারিগুণ যাহাদিগকে চারি ফেরেস্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গুপ্ত অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

(১) প্রথম 'রবুবীয়ত' যাহা দ্বারা তিনি মানবের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আনয়ন করেন। শরীর ও আত্মার প্রকাশ 'রবুবীয়তের দরুণই হইয়াছে। সেইরূপ খোদাতালার কালাম নাজেল' হওয়া (বাক্যের অবতরণ) এবং উহার অলৌকিক চিহ্নের প্রকাশ 'রবুবীয়তের ক্রিয়া বটে।

(২) দ্বিতীয়, খোদাতালার যে 'রহমানীয়ত' প্রকাশ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ যাহা কিছু তিনি কর্ম্মফল ব্যতিরেকে অগণিত সম্পদ স্বরূপ নারবের জন্য সরবরাহ করিয়াছেন—এই গুণ ও তাঁহার গুপ্ত অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

(৩) তৃতীয় খোদাতালার 'রহীমীয়ত।' তাহা এই যে সৎকার্য্যশীল ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ 'রহমানীয়ত' গুণের তাকিদ বশতঃ নেক কাজ করিবার সামর্থ্য দেন এবং পরে 'রহীমীয়ত' গুণের স্বাভাবিক তাড়না বশতঃ 'নেক' কার্য্য তাহাদের দ্বারা প্রকাশ করেন এবং এই ভাবে তাহাদিগকে বিপদাবলী হইতে রক্ষা করেন। এই গুণও তাঁহার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

(৪) চতুর্থ মালেকে ইয়াওমিদ্দীন গুণ। ইহাও তাঁহার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব প্রকাশ করে। তিন নেককার পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার এবং দুষ্টদিগকে শাস্তি প্রদান করেন।

এই চারি গুণ তাঁহার আরশ ধারণ করিতেছে। অর্থাৎ তাঁহার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বের সন্ধান এই গুণ দ্বারা ইহ জগতে পাওয়া যায় এবং এই মারফাত বা তত্ত্বজ্ঞান পর জগতে দ্বিগুণ হইয়া পড়িবে, যেন চারি জনের পরিবর্ত্তে ৮ জন ফেরাস্তা হইয়া পড়িবে।

(চশমায়ে মারফাত ২৬০—২৬৭ পৃঃ)।

১৯৩৮ ইং সালের "পাক্ষিক আহমদী"র বিভিন্ন সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত।

নোট :—আমি কয়েকবার লিখিয়াছি যে, এই আয়েতের অর্থ এই যে, খোদাতালা তাঁহার 'তাশবিহী' বা সামঞ্জস্যমূলক গুণাবলী প্রকাশ করিবার পর আবার সেই 'মকামের' প্রতি লক্ষ্য করেন যাহা হইতেছে অনুপম, অনুপমেয় 'বেমেসেল' ও 'বেমানেন্দ অবস্থা যাহা ধর্ম্মের পরিভাষায় আরশ নামে অভিহিত। ইহা তাবৎ সৃষ্টীর বাহিরে কল্পনাতীত অবস্থা। আরশ কোন সৃষ্ট বস্তু নয় বরং শুধু 'ওরা-ওল-ওরা' পরাৎপর মকামের নাম 'আরশ' সৃষ্টীর সহিত যাহার কোন সামঞ্জস্য বা ঐক্য নাই।

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর বাণী

নারী জাতিকে শরিয়ত যে অধিকার দান করিয়াছে উহা আদায় করা আমাদের ফরজ

এই ব্যাপারে অবহেলা করা জালেমানা কাজ

৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৭ ইং তারিখ বাদ মাগরেব কাদিয়ানে বর্ণিত "আলফজল ১৭ই জুন ১৯৬১ ইং।"

স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) বলেন ঃ—

গতকল্য আমি একজন স্ত্রীলোকের পত্র পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি তাহরিক জদীদে অংশ গ্রহণ করিতে চাই, কিন্তু আমার স্বামী আমাকে পৃথক ভাবে পকেট খরচ দেন না। তিনি বলেন, আমি যে চাঁদা দিতেছি উহাতে তোমার চাঁদা ও শামেল আছে। কিন্তু আমার মন চায় যে, আমি নিজে ও কিছু কোরবানী করি।"

আমার মতে মেয়ে লোকটির আবদার গ্রহনীয়। স্বামীর নীতি অনুসারে যদি একজন প্রদত্ত চাঁদা অন্য জনের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে কমিউনিজম এর এই নীতি ও গ্রহনীয় হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খরচ পাইবে ও উদ্ধৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিণত হইবে। কমিউনিজম এর এই নীতি মানিয়া লইলে মানুষ নেক কাজে উন্নতি করিতে পারে না। কারণ সে তো মাত্র জীবিকা নির্ব্বহোপযোগী অর্থই পাইবে। উদ্ধৃত টাকা পয়সা রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় যদি কেহ কোন নেক কাজ করিতে চায়, যদি কাহাকেও সাহায্য করিতে চায়, যদি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করিতে চায় বা কাহাকেও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে চায়, তবে উহা করিতে পারিবেনা। কারণ, সে তো একমাত্র স্বীয় পারিবারিক জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই টাকা রাখিতে পারে। উদ্ধৃত টাকার উপর তো তাহার কোন অধিকারই নাই। এইরূপে কোন মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বা সন্তানগণকে কোন বিশেষ তোহফা দিতে চায়, তবে তাহা করিতে পারিবে না। কারণ তাহার নিকট তো এই সমস্ত কাজের জন্য টাকাই থাকিবে না। এমন কি যদি কাহারো স্ত্রী বা সন্তানগণ কোন বস্তুর জন্য আবদার করে, তবু ও কমিউনিজম এর নীতি অনুসারে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাজ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। প্রত্যেক স্বামী এবং পিতার মনে এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কমিউনিজম এর নীতি এই আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ মানুষের বুকের মধ্যেই চাপা দিয়া রাখে।

আমরা কমিউনিজম এর খেলাফ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলি যে, এই নীতি কার্য্যকরী হইবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু কত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমরা নিজেদের স্ত্রীগণের ব্যাপারে এই নীতির বৈধতা স্বীকার করি উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থের মালিক নিজদিগকে মনে করি, এবং বলি যে, এই অর্থ হইতে বিবিগণ কেবল মাত্র পরিধেয় ও আহার্য্যই পাইতে পারে অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য আমাদের কাছে কিছুই নাই। যে স্বামী এই মনোভাব পোষণ করেন তাহার কর্ত্তব্য নিজ সামর্থ অনুযায়ী বিবিকে কিছু পকেট খরচ দেওয়া। নতুবা বিবি যদি অনন্যোপায় হইয়া চাকুরী করিতে চায়, তবে ঐ চাকুরীর পথে প্রতিবন্ধক না হওয়া। যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর চাকুরী করা পছন্দ না করে, তবে নিজ সামর্থ অনুযায়ী পকেট খরচ তাহার স্ত্রীকে নিশ্চয় দিতে হইবে।

ইহা মানব স্বভাব যে, সে নিজ হাতে ও কিছু নেক কাজ করেতে চায়। এই স্বাভাবিক তাগাদার প্রমাণ হাদিস শরীফেও পাওয়া যায়। একবার হিন্দা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) হজরত রসুল করীম (দঃ) এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (দঃ)! আমার মন চায় সদকা খয়রাত করিতে, কিন্তু আবুসুফিয়ান কৃপণ লোক। তিনি এই কাজের জন্য আমাকে পৃথক ভাবে কিছুই দেন না। আমি তাঁহার মাল হইতে কিছু সদকা খয়রাত করিতে পারি কি? উত্তরে আঁ হজরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ, আপনি আপনার স্বামীর মাল হইতে সদকা খয়রাত করিবেন। এখন তোমরা দেখ, আবু সুফিয়ানের কোরবানী তাঁহার স্ত্রীর পক্ষেও যথেষ্ট বলিয়া হজরত রসুল করীম (দঃ) মনে করেন নাই নতুবা বলিতেন, তোমার দান খয়রাতের প্রয়োজন কি? তোমার স্বামীর কোরবানীই তোমার জন্য যথেষ্ট।

মোট কথা স্বামীর কোরবানী স্ত্রীর অন্তকরণ পরিষ্কার করিতে পারে না এবং স্ত্রীর কোরবানী ও স্বামীর দিল পরিস্কার করিতে পারে না। তোমরা কি কখনও এমন কাজ করিয়াছ যে, ফজরের চার রাকাত নামাজ পড়ার পর নিজ বিবির পক্ষ হইতেও চার রাকাত আদায় করিয়াছ, বা মাগরেবের নামাজের পর তাহাদের পক্ষ হইতেও মাগরেবের নামাজ পুনরায় পড়িয়াছ। তোমরা যখন ইহা বুঝিতে পার যে তোমাদের নামাজে বিবিদের দিল পরিষ্কার হইতে পারে না। তবে তোমরা এই মনোভাব কেমন করিয়া পোষণ কর যে, তোমাদের প্রদত্ত চাঁদা দ্বারা তাহাদের দিল পরিষ্কার হইবে এবং তোমাদের কোরবানী দ্বারা তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় পুরুষগণ এই বিষয়টি কেন বুঝে নাই। বরং মেয়েদের ব্যাপারে তো তাহাদের পক্ষে অধিক অনুভূতিশীল হওয়া দরকার ছিল। কারণ, প্রত্যেকের মাতাকে তাহার পিতার স্ত্রী হিসাবে এই ধরণের কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। জ্ঞানবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের এই প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য ছিল যে, আমরা আমাদের স্ত্রীগণের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবনা এবং

ভবিষ্যতে আমরা কখনও স্ত্রীগণকে বেইজ্জৎ হইতে দিব না।

তারপর ভদ্রতার তাগিদ ও ইহাই যে, স্ত্রীকে ছোট মনে না করা এবং স্ত্রীর সহিত পশুর ন্যায় ব্যবহার না করা কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তাহার স্বীকৃতি লওয়াকে বেইজ্জতি মনে করে। অর্থাৎ কন্যা তাহাদের নিকট পশুর ন্যায়, যে খুটিতে খুশী বাঁধিয়া দেয়। এই নিয়ম না পছন্দ. এবং শরিয়ত অনুযায়ী ইহা অবৈধ। পাত্রীর বিনা সম্মতিতে বিবাহ হইতে পারে না।

যে অধিকার নারী জাতিকে শরিয়ত দান করিয়াছে উহা অগৌণে প্রদান কর। যদি এরূপ না কর তবে তাহাদের মধ্যে "বাগাওৎ" সৃষ্টি হইবে যার পরিণাম ফল ভয়ানক। নিশ্চয়ই আল্লাহতালা স্ত্রীর মোকাবেলায় পুরুষকে ভেটো পাওয়ার দিয়াছেন। পুরুষ যদি স্ত্রীর কোন তাগিদ এমন দেখে যদ্বারা ঘরের কোন প্রকার খারাবী হইবে তবে ভেটো পাওয়ার দ্বারা উহা বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে স্ত্রীকে যাবতীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখে। স্ত্রী জাতির প্রতি শরিয়তের এই আদেশ রহিয়াছে যে যদি স্বামী তাহার হক আদায় না করে, তবে কাজীর নিকট নালিশ করিতে পারে।

সুতরাং আমি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে, আপনারা স্ত্রীগণের হকের হেফাজত করুন এবং অন্য লোকের মন ও এদিকে আকর্ষণ করুন। নতুবা আমার ভয় হয় এই দজ্জালিয়তের আগুন আমাদের ঘরের শান্তি ও না নষ্ট করিয়া ফেলে। শত্রুগণ এমন এক আওয়াজ বোলন্দ করিয়াছে যাহা প্রকৃতই ভয়ানক। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ নারী জাতির জন্য ইহার মধ্যে নিশ্চিন্ততার সামান রহিয়াছে। আমি ঐ আওয়াজ প্রসারিত হইতে দেখিতেছি। যদি আমরা ইহা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা না করি তবে ইহা দুনিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিবে এবং এই পর্য্যন্ত ইহার মন্দ আছর পড়িয়া ও গিয়াছে যে, মুসলমান মহিলাগণও একাধিক বিবাহ করাকে জুলুম বলিতেছে। অর্থাৎ—আল্লাহতালা কোরআন করীম এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যাঁহারা আদেশ দাতা। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জালেম। (নাউজুবিল্লাহ)।

ইহা কোফরী কালাম নহে তো আর কি ?

কিন্তু নারী জাতির মুখ হইতে এই কথা কে বাঁহির করাইয়াছে ? পুরুষগণ যাহারা একাধিক বিবাহ করিয়া এক বিবির সহিত সৎ ও অন্য বিবির সহিত অসদ্ব্যাবহার করিয়াছে। মেয়েদের মস্তিস্কে ক্রনশঃ এই বিষয়টি বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কেহ দুই বিবাহ করিলে সে বিবির প্রতি অত্যাচার করে। মেয়েদের এই পাপে ঐ সমস্ত পুরুষ ও অংশীদার, যাহাদের দ্বারা মেয়েরা এই আওয়াজ বোলন্দ করিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে, মেয়েরা নিজ নিজ স্থানে কোরবানী করে, এই কোরবানীতে পুরুষগণও শামেল আছে। আমি কয়েকবার ইংরাজদের সামনে এই কথা বলিয়াছি যে, মেয়েদের সঙ্গে পুরুষগণও এই কোরবানীতে শামেল থাকে এবং তাহাদের জন্য সমতা বজায় রাখা নেয়ায়েত দরকার। অধিকাংশ স্থলে আমি দেখিয়াছি ইংরাজগণ আমার কথায় প্রভাবান্বিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন. ইহা তো বিজ্ঞোচিত কথা, এই কথার উপর আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু যেহেতু সাধারণতঃ মানুষ স্ত্রীগণের সহিত বেইনছাফ করে, এজন্য স্ত্রী লোকের ধারণা যে, এই সমস্ত কথা কেবল বলিবার জন্য করিবার জন্য নহে।

সুতরাং স্ত্রীলোকের অধিকার হরণ করা জালেমানা কাজ। আমাদের পুরুষদের বিশেষ করিয়া যুবকদের এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে এবং স্ত্রীদের ব্যাপারে ইনছাফের সহিত কাজ করিতে হইবে যেন ভবিষ্যতে ইহা ইসলামের রাস্তায় দেওয়াল স্বরূপ না দাঁড়ায়।

সম্পাদকীয়

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৮ বাং ৩১শে জুলাই ১৯৬১ ইং

ইসলামের ইতিহাসের একটি জিজ্ঞাসা'র সংক্ষিপ্ত উত্তর

আষাঢ় (১৩৬৮ সাল) সংখ্যা মাসিক "মোহাম্মদী"তে একটি বহু মূল্যবান ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করলাম। প্রবন্ধটি হলো—"ইসলামের ইতিহাসের একটি জিজ্ঞাসা।" লিখেছেন, জনাব শাহ ছহিলউদ্দীন আহমদ সাহেব। প্রবন্ধটি পাঠ করলে যে কোন ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, লেখক এই প্রবন্ধের মালমসলার জোগাড়ে খুবই কষ্ট ও ধৈর্য্য স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং ইসলামের প্রতি যে লেখকের অন্তরে অকৃত্রিম দরদ রয়েছে. তাও ফুটে উঠেছে এই প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে। আমাদের মতে, ইসলামের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে যে অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হচ্ছে তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে এই প্রবন্ধের মাধ্যমে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, লেখকের এই "জিজ্ঞাসা'র সঠিক উত্তর বর্ত্তমান জামানায় একমাত্র আহমদীয়া জামাতই দিতে সক্ষম। আর যদি অন্য কেহ এই জিজ্ঞাসা"র উত্তর দিতে চান. তবে ঐ উত্তর বাস্তব হবেনা বরং তা হবে কাল্পনিক। আহমদীয়া জামাত যে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সক্ষম তার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

জনাব শাহ সাহেব তাঁর প্রবন্ধের প্রথম দিকে আলোচনা করেছেন মুসলমান ও খৃষ্টান জাতির জন সংখ্যা সম্পর্কে। তিনি দেখিয়েছেন, "ঐ (খৃষ্ট) ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রথম মিশনারা 'জিসুইটদের আবির্ভাব কালে (১৯৪১ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খৃষ্টানদের ছয়গুণের ও অধিক।"

তারপর দেখিয়েছেন. "১৯৫১ সালের গণনানুযায়ী বিশ্ব মুসলিমের সংখ্যা নাকি ৪৫ কোটির কাছাকাছি এবং খৃষ্টানদের

সংখ্যা ৭০ কোটি। এই সংখ্যার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহার যুক্তি সঙ্গত কারণও বিদ্যমান।"

তারপর বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক যুগে শক্তিশালী জাতি দুর্ব্বল জাতির প্রতি নিষ্পেষণ চালিয়ে সংখ্যার দিক দিয়ে যে পেছনে ঠেলে দেয়, তার উল্লেখ করে লিখেছেন :—১৯০১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ফিলিপাইনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শত করা ৩৪ কিন্তু ১৯৫১ সালে নাকি তাহা শতকরা ৪ এ নামিয়া আসিয়াছে। জিসুইট ও অন্যান্য মিশনারী অধ্যুষিত ফিলিপাইন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে ছিল এবং বেশ কিছু দিন পূর্ব্বে তাহারা অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়াছে। এখানে সদ্য আজাদী প্রাপ্ত নাইজেরিয়ার কথাও তুলিয়া ধরা যায়। বৃটিশ শাসনাধীন নাইজেরীয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা নাকি ১৯৫১ সালের গণনানুযায়ী শতকরা ৩৪ কিন্তু ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে আজাদী লাভের পর জানা গেল যে মুসলমানদের সংখ্যা নাকি সেখানে শতকরা ৫৬ এর ও বেশী।"

এখানে জনাব শাহ সাহেব জন সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানদের যে খতিয়ান পেশ করেছেন এ সম্বন্ধে আমাদের আরজ, মুসলমানদের পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভের উপায় হলো দুটি। তার একটি হলো সন্তান প্রজনন দ্বারা দ্বিতীয়টি তবলীগ দ্বারা। খোদাতালা প্রথমটি রেখেছেন নিজ হাতে এবং দ্বিতীয়টি ছেড়ে দিয়েছেন মুসলমানদের হাতে। প্রথমটি সীমাবদ্ধ ও দ্বিতীয়টি সীমা হীন। প্রাথমিক যুগে যে মুসলমানগণ কল্পনাতীত ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল তবলীগ দ্বারা সন্তান বৃদ্ধি দ্বারা নহে। খৃষ্টান জাতি যে এক ষষ্ঠমাংশ থেকে মাত্র চার শ' বছরের মধ্যে মুসলমানদের প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হতে পেরেছে, তাও সম্ভব হয়েছে তাদের তবলীগ দ্বারা। সন্তান বৃদ্ধি দ্বারা জন সংখ্যা বাড়ানো যে সীমাবদ্ধ তার একটি নজির দিচ্ছি। ধরুন কোন মুসলমান যদি একই সময় চার বিবি ও রাখেন, তবু তার জীবনে একশত সন্তানের পিতা হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু তবলীগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন মিশনারী তার জীবনে লক্ষ লক্ষ অমুসলমানকে মুসলমান করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল্লাহতালার ফজলে আহমদীগণ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন করে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন (সন্তান প্রজননের দিক দিয়ে ও পেছনে নয়)। তাঁরা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে কার সংখ্যা কত ছিল বা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কার সংখ্যা কত ঐ হিসাব বাদ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই মহান মন্ত্র নিয়ে যে আমরা গোটা খৃষ্টান জাতিটাকেই মুসলমান করে ছাড়ব। দুনিয়ার বুকে কায়েম করব আমরা ত্রিত্ববাদের স্থলে তৌহীদ। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর রুহানী বাদশাহাত দুনিয়াময় কায়েম হবে আমাদের দ্বারা। তখন দুনিয়াতে আর সংখ্যা গরিষ্ঠতার বালাই থাকবেনা। সমস্ত মানব সমাজ গড়ে উঠবে এক আল্লাহর বান্দাও এক নবীর (হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ওম্মৎ হিসাবে ভাই ভাইরূপে।

এখানে জনাব শাহ সাহেব দুটি দেশের নাম উল্লেখ করেছেন। একটি হলো ফিলিপাইন দ্বিতীয়টি নাইজেরীয়া। আল্লাহতালার ফজলে উভয় দেশে আহমদী জামাতের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচার মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দেশেরই খৃষ্টান ও অন্য জাতীয় বহু লোক ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিয়ে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সাহায্য করছেন।

জনাব শাহ সাহেবের বর্ণনা মতে নাইজেরীয়ার মসলিম সংখ্যা ১৯৫১—৬০ পর্য্যন্ত শতকরা ৩৪ থেকে ৫৬তে উন্নত হয়েছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ উপলব্ধি করা যাবে নাইজেরীয়াতে আহমদী মিশনারীদের সফলতাজনক প্রচার রিপোর্ট থেকে। যার কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে প্রদত্ত হলো :—

আহমদী মিশনারীগণ এক মহা তবলীগী জাল ফেলেছেন সারাটা দেশময় তাঁদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে নাইজেরীয়ার একমাত্র মুসলিম পত্রিকা "The Truth" যার প্রতাপে শুধু নাইজেরীয়ারই নহে, বরং পার্শ্ববর্ত্তি দেশের খৃষ্টান মনিষীগণও কম্পিত। এই "Truth" এর প্রতিনিধি হিসাবে জনৈক আহমদী যুবককে নাইজেরীয়া সরকার সরকারী খরচে ইংলণ্ড থেকে জার্নেলিজম এর ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন। এই "Truth" সম্পাদক জনাব নসীম সাইফী সাহেব হলেন নাইজেরীয়ার "ইউনিয়ন অব জার্নেলিষ্ট এর ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এই মিশনের নিজস্ব প্রেস রয়েছে। এই প্রেস থেকে বহু সংখ্যক ইসলামী বই পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে। এই মিশনেরই দুটি মূল্যবান পুস্তক Life of moham. med এবং An out line of Islam নাইজেরীয়াতে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পড়ানো হচ্ছে। এই মিশনের উদ্যোগেই তথাকার দেশীয় ভাষা "ইউরোবা" "Yaruba"তে কোরআন করীমের অনুবাদ কাজ চলছে। এই মিশনের মুদ্রন বিভাগের কাজের প্রশংসা করে ১৯৫৭ইং সালে তথাকার উজিরে আযম আলহাজ্জ আবুবকর বলেছিলেন, কোন খৃষ্টানের সাথে আমার ধর্ম্মীয় আলাপ হলে আহমদীয়া জামাতের লিটারেচার আমার পথ প্রদর্শক হয়। অন্য কোন মজহবী জামাতের লিটারেচারের প্রতি আমার বিশ্বাস হয় না।"

নাইজেরীয়ার খৃষ্টান পাদরীদের এক কনফারেন্স এর রিপোর্ট প্রসঙ্গে লেগোস এর ডেইলী টাইমস এর খবর হলো :
"ইসলাম যে দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে এবং ইসলামের বিজয় যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পক্ষে হলাহল স্বরূপ সেজন্যে এই কনফারেন্সে আশঙ্কা করা হয়েছে।"

পত্রিকাটী এ কথাও প্রকাশ করেছে যে "পাদরীগণ তাদের বক্তৃতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন যে ইসলামের ক্রম বর্দ্ধমানগতির ফলে খৃষ্টানদের সাহস ভেঙ্গে পড়ছে এবং তাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসে নাড়া পড়েছে।"

নাইজেরীয়ার জনৈক খৃষ্টান সম্পাদক তার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় "Christian faith in danger" শিরোনামায় লিখেছেন :—"আমরা চার্চ্চকে সতর্ক করে দিতে চাই যে, তারা তাদেরকে রক্ষা করুক। যদি তারা আমাদের সতর্কতার প্রতি মনোযোগ না দেয় তবে খুব সম্ভব ইসলাম বিজয়ীর বেশে নাইজেরীয়ার দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌছবে।"

নাইজেরীয়াতে ইসলাম প্রচারের এক মস্ত বড় উপায় হলো তথাকার রেডিও ষ্টেশন থেকে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ দশবার আহমদী মিশনারীদের ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা করা।

'লেগোস' নাইজেরীয়ার রাজধানী। তথাকার ৪টি মসজিদের জুমা"র খোৎবা রেলে করা হয়। তন্মধ্যে আহমদীয়া সেন্ট্রাল মসজিদ ও শামেল রয়েছে। যেহেতু অন্য মসজিদগুলি থেকে আরবীতে খোৎবা প্রদত্ত হয় সে জন্যে জনসাধারণ বিশেষ করে খ্রীষ্টানগণ ঐ খোৎবা দ্বারা ফায়দা উঠাতে পারেনা। কিন্তু আহমদীয়া মসজিদ থেকে ইংরাজীতে খোৎবা প্রদানের ফলে মুসলমান ও খৃষ্টানগণ এর দ্বারা ফায়দা লাভ করে থাকে।

নাইজেরীয়ার মিশনারী ইনচার্জ্জই খ্রীষ্টান জগতের বিখ্যাত পাদরী ডাঃ বেলী গ্রাহামকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ডাঃ বেলী গ্রাহাম ঐ ল্যালেঞ্জের উত্তরে বিলকুল খামুশ ছিলেন।

নাইজেরীয়াতে বর্ত্তমানে আহমদীয়া মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত ৯টি স্কুল রয়েছে তাঁদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ১৯৫৭ ইং তে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদী গড়ে তুলবার জন্যে ১৬০ একর জমি দান করেছেন তথাকার গভর্ণমেন্ট ঐ জমিতে নতুন করে গড়ে উঠছে সব কিছু।

নাইজেরীয়াতে আহমদীয়া জামাতের যে কতটুকু প্রভাব রয়েছে তার এক প্রমাণ হলো :—তথাকার স্বাধীনতা উৎসবে যোগদানের জন্যে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিনিধিকে দাওৎ করা। উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন লাহোর হাইকোর্টে জজ, জনাব শেখ বশির আহমদ সাহেব।

মোট কথা, নাইজেরীয়ার মুসলিম জন সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে যে জামাতে আহমদীয়ার হাত রয়েছে তা অস্বীকার করবার জো নেই।

হাঁ, আজাদী লাভের পর যে মুসলমানদের গণনা সুষ্ঠু ভাবে হয়েছে তাও আমরা স্বীকার করিনা। তবে আহমদী মিশনারীদের প্রচেষ্টা হলো একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা।

ফিলিপাইনে ও আল্লাহর ফজলে আহমদীদের দ্বারাই বিজয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে ইসলাম। যাঁরা ফিলিপাইনের আগামী আদমশুমারী পর্য্যন্ত জিন্দা থাকবেন। তাঁরা দেখতে পাবেন তথাকার ফলাফল। ফিলিপাইনের একটি বৈশিষ্ট হলো :—তথাকার শিক্ষিত ও বড় বড় লোকগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

মোট কথা আহমদী মিশনারীগণ যে জগতের আদমশুমারীর রিপোর্ট উলট পালোট করে দেবেন তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রবন্ধ লেখক জনাব শাহ সাহেব খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে প্রচারশীল করার অগ্রপথিক "ইগনেটিয়াস' সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে কি ভাবে স্পেনবাসী "ইগনেটিয়াস" খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করে তা দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে তিনি স্পেনের হৃদয় বিদায়ক ঘটনার ও উল্লেখ করেছেন।

এর উত্তরে আমাদের আরজ যে কোন কারণেই হোক, স্পেনে তৌহীদের স্থলে ত্রিত্ববাদ কায়েম হয়েছিল সত্য। কিন্তু জামাতে আহমদীয়া দ্বারা স্পেনে ও মিশন খোলা হয়েছে ১৯৪৬ ইং তে। আল্লাহর ফজলে স্থানীয় গভর্ণমেন্টের বিরোধীতা সত্বেও তথায় এগিয়ে চলছে ইসলাম প্রচারের কাজ। আহমদীয়া জামাতের এই কাজ ইগনেটিয়াসের কাজের প্রতিশোধ নেবার জন্যে আরম্ভ করা হয় নি। বরং আরম্ভ করা হয়েছে কোরআন করীমের ভবিষ্যদ্বানী "লেইউজহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি"—"ইসলাম সকল ধর্ম্মের উপর বিজয় লাভ করবে পূর্ণ করতে। স্পেনে ও ইসলামী লিটারেচার প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্য সব দেশের ন্যায়।

তথাকার খৃষ্টানগণ যে কেবল ইসলাম গ্রহণই করছেন তা নয়, বরং তারা গর্ব্ব করে থাকেন যে ইসলাম স্পেনের উন্নত জমানার ধর্ম্ম।

তারপর শ্রদ্ধেয় শাহ সাহেব লিখেছেন :—"ইগনেটিয়াস ও জেভিয়ারের শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৪ জন কর্ম্মী সমবায়ে 'জিসুইট নামধেয় সর্ব্বপ্রথম একটি খৃষ্টান প্রচারকামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ইগনেটিয়াসের নেতৃত্বে।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হলো :—অত্যাচারিত নিষ্পেষিত ইসলামকে সঞ্জিবনী শক্তিতে শক্তিশালী করে বিশ্ব বিজয়ী করবার জন্যে ইসলাম প্রচারকামী আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) এর নেতৃত্বে। বর্ত্তমানে এই জামাতের ১৭৮ জন মিশনারী বহির্দ্দেশে ইসলাম প্রচার কার্য্যে লিপ্ত আছেন আহমদীয়া জামাত ঐ জামাত যার মিশনারী কেন অমিশনারী মেম্বরদের সাথে ও খৃষ্টান পাদরীগণ ধর্ম্মীয় আলোচনা করতে প্রস্তুত নন।

বর্ত্তমানে এই জামাতের বহির্দ্দেশীয় ইসলাম প্রচার কেন্দ্রের সংখ্যা ৫০০।

তারপর জনাব শাহ সাহেব লিখেছেন :—"তিনি (ইগনেটিয়াস) ও তাঁহার দল রোমের পোপের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সম্রাট পঞ্চম চার্লস ও দ্বিতীয় ফিলিপ এর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেন এই কাজের জন্য (বর্ত্তমানে ও খৃষ্টান রাজশক্তি গুলির পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে খ্রীষ্টান মিশনারীদের পেছনে। সঃ, আঃ) ইগনেটিয়াসের এই এই শুদ্ধি কার্য্য স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য এক অভিনব ও উৎকট সমস্যার সৃষ্টি করিল।'

আমাদের বক্তব্য হলো, ইগনেটিয়াসকে আশীর্ব্বাদ দাতা পোপের ধর্ম্মীয় শক্তি এত হীন যে তিন বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডের আহমদীয়া মিশনারী ও ইসলাম বর্ত্তমান পোপকে যে তবলীগী পত্র লিখেছিলেন তার উত্তর খৃষ্টান ধর্ম্ম গুরু পোপ এখনও দেননি। সম্রাট পঞ্চম চার্লস ও দ্বিতীয় ফিলিপ যে পত্রিকার সম্পাদক সাহেব খ্রীষ্টান মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তা ঠিক। কিন্তু আহমদীয়া মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বাদশাহর বাদশাহ স্বয়ং আল্লাহ। ইগনেটিয়াসের শুদ্ধি কার্য্যে যেরূপ স্পেনীয় মুসলমানদের জন্যে এক অভিনব ও উৎকট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তার চেয়ে অধিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন স্পেনীয় খ্রীষ্টানদের জন্যে আহমদীয়া মিশনারী জনাব করম এলাহী জাফর সাহেব।

তারপর তবলীগের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোরআনের আয়েৎ পেশ করে জনাব শাহ সাহেব লিখেছেন :—"কোরাণের উপরোক্ত নীতিতে ইসলামী আদর্শবাদকে সম্প্রসারিত

করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোনিবেশ প্রয়োজন।

ক) ইসলাম প্রচারের আনুষঙ্গিক ব্যায় ভারের ব্যবস্থাপনা।

খ) প্রচারকের উপযুক্ততা অর্জ্জনের জন্য উপযুক্ত পড়া শুনার সুযোগ চরিত্র বলের সঞ্চয় এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্য্যবেক্ষন শক্তি অর্জ্জন।

গ) প্রচায় কার্য্যের সহায়ক হিসাবে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা গ্রহণ।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য :—

ক) ইসলাম প্রচারের আনুষঙ্গিক ব্যয় ভারের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে আহমদীয়া জামাতে। আভ্যন্তরীণ (পাক ভারত) ও বহির্দ্দেশীয় কাজের জন্যে প্রত্যেক মেম্বর পৃথক ভাবে চাঁদা দিয়ে থাকেন। বহির্দ্দেশীয় প্রচার কাজের ভার রয়েছে দফতর "তাহরিক জদীদ" এর উপর। এই দফতরের বর্ত্তমান সালের বাজেট ছিলো ২৩৯১০০০৲ তেইশ লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা বহির্দ্দেশীয় নওমুসলিম গণ যে টাকা খরচ করেন তা হলো স্বতন্ত্র।

খ) প্রচারকদের উপযুক্ততা অর্জ্জনের যাবতীয় বন্দোবস্ত (মিশনারী ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি) রয়েছে জামাতের কেন্দ্র রাবওয়াহ নামক সহরে।

একজন সত্যিকারের ইসলাম প্রচারকের জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুই অর্জ্জন করা যায় এখানে।

গ) ইসলাম প্রচার কার্য্যের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়ে থাকে এই আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবওয়াহ থেকে।

তারপর জনাব শাহ সাহেব লিখেছেন :—"জিসুইট মিশনারীগণ আবার স্বাবলম্বী। তাহারা কোন না কোন কাজ করিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া থাকেন এবং অবশিষ্ট সময়ে ধর্ম্ম প্রচারের কাজ করিয়া থাকেন।"

আহমদীয়া জামাতের খাস করে তাহরিক জদীদের আওতায় যাঁরা বহির্দ্দেশে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত, তাঁদের অবস্থাও ঠিক জিসুইটদের ন্যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা গেল।

স্পেনের মিশনারী জনাব করম এলাহী জাফর সাহেব তথায় আতর ও আগর বাত্তি বিক্রি করে থাকেন। তাঁর প্রচারের ঢং দেখুন। একবার মাজ্রিদ সহরে এক একজিবিশনে তিনি গিয়ে খুললেন আতরের দোকান আতর ভরে রাখলেন স্প্রে'র মধ্যে কোন এক অজানা উদ্দেশ্যে। মাজ্রিদের মেয়র তাঁর দোকানের সম্মুখ দিয়ে যাবার কালে হঠাৎ স্প্রে হাতে নিয়ে আতর ছুড়লেন মেয়রের গায়ে। আতরের সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে মেয়রজিজ্ঞেস করলেন :—আপনি কে? উত্তরে বললেন, আমি পাকিস্তানী। আমার নাম করম এলাহি জাফর। আমি ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক।.....সামান্য আলাপের পর মেয়র সাহেব তাঁর কুঠিতে সাক্ষাৎ করতে বলে গেলেন ইসলাম প্রচারককে। তারপর গভর্ণরের সাথে ও জনাব করম এলাহী জাফর সাহেব পূর্ব্বগত ব্যবহার করলেন। গভর্ণর ও তাঁকে কুঠিতে দেখা করতে বলে গেলেন উভয়ের সাথেই তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। উভয়কে তবলীগ করেছেন। উভয় ভদ্রলোক তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন।

একবার তিনি খুব বড় এক সভায় বক্তৃতা করবার জন্যে মঞ্চে আরোহণ করা মাত্রই চতুর্দ্দিক থেকে উচ্চস্বরে শব্দ আসতে লাগলো এই যে আতর ওয়ালা। এই যে আতরওয়ালা বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়েছে ইত্যাদি।"

আহমদী মিশনারীদের যোগ্যতার বিচার করলে তাঁদেরকে যে পরিমান টাকা দেওয়া দরকার, ঐ পরিমাণ টাকা দেবার শক্তি জামাতের নেই। কাজেই প্রয়োজন হলে তাদেরকে "কাকা বাহকার ভী তবলীগ কারনা পড়তা হ্যায়।" উপোস করেও তবলীগ করতে হয়।"

এর পরের কলামে জনাব শাহ সাহেব লিখেছেন :—"প্রচার কার্য্যের যোগ্যতা অর্জ্জনের প্রশ্ন তুলিলে প্রচারকদের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষার কথা উত্থিত হয়। আজও আমাদের আলেমগণ অন্য জাতির ধর্ম্ম বিষয়ক ও সমাজ গঠন বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চয়কে গোনাহর কাজ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমাদের বিষয়ে সত্য মিথ্যা অনেক খবর ঐ সমস্ত মিশনারীদের নখদর্পণে।"

শুনুন, এ সম্বন্ধে আহমদী মিশনারীদের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। তাঁরা সর্ব্ব প্রথম ইসলামী শিক্ষায় পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে থাকেন। তার পর অন্যান্য ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান তাঁদের এতদূর আয়ত্ত থাকে যে জগতের যে কোন ধর্ম্মীয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুরুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ও তাঁদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে সদা প্রস্তুত যাকে বলে "এভার রেডী।" তাঁরা যে শুধু অন্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই পণ্ডিত তা নয়? বরং অন্য দেশের ভাষায়ও তাঁরা পণ্ডিত।

জনাব শাহ সাহেব লিখেছেন :—

"অপর দিকে আজাদী প্রাপ্ত মুসলমানদের মধ্যে বিলাসিতা ও স্বার্থপরতার ভাব একটু বেশীই দেখা দিয়াছে। তাহারা বিবাহাদিতে এছরাফ করিতে রাজী আছে। সে যাহা হউক আমাদের মোবাল্লেগগণ জিসুইটদের মত স্বাবলম্বী হইয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রথম সোপান রচনা করিতে পারেন।

আল্লাহর ফজলে আহমদীদের মধ্যে বিলাসিতা, স্বার্থপরতা ও বিবাহ শাদীতে এছরাফ এর নাম গন্ধও নেই। প্রত্যেক আহমদী জীবন যাপন করে থাকেন জামাতের ইমামের নিয়ন্ত্রাধীনে। এছরাফের নাম গন্ধও এ জামাতে নেই।

এছরাফ না থাকার ফলেই এই মুষ্টিমেয় জামাত জগৎ জোড়া পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন ইসলামের অমৃতবাণী। তারপর শাহ সাহেব বর্ণিত মোবাল্লেগগণ জিসুইটদের পদানুসরণ করতে যাবেন কেন? ছিঃ কত লজ্জার কথা যে আদর্শ জিসুইটরা গ্রহণ করেছিল, তাতো ইসলামী আদর্শ। স্বাবলম্বী হয়ে তবলীগ করাতো ইসলামী আদর্শ। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণতো বিশ্বময় ইসলামের বীজ বপন করেছিলেন স্বাবলম্বী হয়েই। খৃষ্টানদের আদর্শ গ্রহণ না করে তবলীগের ব্যাপারে আহমদীদের সাথে সহযোগীতা করলে সোনায় সোহাগার কাজ হবে।

তারপর জনাব শাহ সাহেব লিখেছেন :—

"বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক যুগে নানা সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রহিয়াছে যাহা প্রচার কার্য্যের ও খুব উপযোগী। জিসুইট প্রভৃতি মিশনারীগণ এই সমস্তকে লুফিয়া লইয়া কাজ করিতেছেন। যেমন ছাপাখানা টেপ রেকর্ডার মাইক, লাউড স্পীকার, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, মুভিপিকচার, টেলিভিশন প্রভৃতি।.....কোন ও কোনও সময়ের বক্তৃতায় বক্তা নিজেও বিস্মিত হইয়া যান। এমতাবস্থায় একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতার সময় যদি বিচক্ষণতার সহিত টেপরেকর্ডার খুলিয়া উহা রেকর্ড করিয়া লওয়া হয় তাহা পরে বার বার বাজাইয়া প্রচারের কাজ চলিতে পারে।"

জনাব শাহ সাহেবের এ কথার উত্তরে আমরা বলতে চাই, একমাত্র মুভিপিকচার ছাড়া বাকী সব গুলাই আহমদীগণ ইসলাম প্রচার কাজে ব্যবহার করছেন। জামাতের ইমাম ও বুজর্গদের বক্তৃতা রেকর্ড করে অন্য স্থানে শুনাবার বন্দোবস্ত আমাদের মধ্যে রয়েছে।

মোট কথা জনাব শাহ সাহেব কর্ত্তৃক "জিজ্ঞাসার" সব উত্তরই রয়েছে আহমদীয়া জামাতে। স্থানাভাবে কতক বিষয় জানিয়েই আমাদের কলম বন্ধ করতে হলো। তবে একটা কথা না লিখে পারলাম না কথাটা হলো জনাব শাহ সাহেব বর্ণিত ইসলাম প্রচারোপযোগী যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম ও লোক পাওয়া গেলেও সর্ব্বোপরি দরকার হবে এক

জন চালকের। ধর্ম্ম প্রচারের নেতা হবেন ধর্ম্মীয় নেতা। যে মহান আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন নেতা দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজ চালাতে হবে, ইসলামের পরিভাষায় এ নেতার উপাধী হলো খলীফা। খলীফা ঐশী সাহায্যে পরিচালনা করবেন ইসলাম তরী।

উপরে সর্ব্ব ধর্ম্মোপরী ইসলামের বিজয় সম্বন্ধে কোরআন করীমের একটি আয়েত পেশ করা হয়েছে। উক্ত আয়েত সম্বন্ধে সমস্ত ভাষ্যকার একমত যে এই বিজয় লাভ হবে প্রতিশ্রুত মসিহ বা মসিহ মাওউদ দ্বারা আহমদীয়া জামাত প্রতিশ্রুত মসিহর জামাত। এই জামাতের দ্বারা জামাতের খলীফার পরিচালনাধীনে যে ইসলাম বিশ্ববিজয়ী হবে, সে কথা তো স্বয়ং আল্লাহতালাই বলেছেন চৌদ্দশত বছর আগে। সুতরাং এই জামাতের দ্বারাই ইসলামী পুরচুম দুনিয়াময় লহরাবে। মোবারক ঐ ব্যক্তি যে এই জামাতের সাথে ইসলাম প্রচার কাজে সহযোগীতা করেন।

আহমদীয়া জামাতে শামেল না হয়ে ও ইসলাম প্রচারে অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে এই ফাণ্ডে তাহরিক জদীদে চাঁদা দিয়ে।

দোয়ার আবেদন

১) জনাব চৌধুরী আহমদ তৌফিক সাহেব (সিলেট) স্থানীয় লোকের বিরোধীতা ও অন্যান্য কারণে পেরেশানীতে আছেন। বন্ধুগণ আমাদের এই উৎসাহী কর্ম্মঠ ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতার জন্য দোয়া করিবেন।

২) "আহমদী"র সম্পাদকের স্বাস্থ্য দীর্ঘদিন কাল হইতে খারাপ চলিয়া আসিতেছে। ভাই বোনদের খেদমতে দোয়ার আবেদন জানান হইল।

আখবারে আহমদীয়া

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর পুর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্তির জন্য সম্মিলিত দোয়ার তাহরিক

হজরত মৌঃ নোহাম্মদ দীন অফিসিয়েটিং নাজের আলা

কোন কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, সাইয়্যেদানা হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর পুর্ণ স্বাস্থ্যে প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন স্থানের আহমদীগণ যেরূপ বিভিন্ন সময়ে খোদাতালার দরগায় দোয়া করিতেছেন। তদ্রুপ এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা হউক যে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও নির্দ্দিষ্ট সময় সম্মিলিত ভাবে সমস্ত আহমদী হজুরের (আইঃ) স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিতে পারেন।

এই সম্বন্ধে চিন্তা করা হইয়াছে। যেহেতু জামাত সমূহের দুরত্ব অনেক। এজন্য সময়ের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি হয়। 'রাবওয়াহর জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত হইবে তখন অন্যান্য স্থানের সময় যে কি হইবে তাহা বলা কঠিন। সুতরাং এই সম্বন্ধে কোন কার্য্যকরী পন্থা বাহির করাও কঠিন। তবে এই সম্বন্ধে তাহরিক করা যাইতেছে যে প্রত্যেক জামাত স্ব স্ব স্থানে মাগরিবের ফরজ নামাজের শেষ সেজদায় হজুর (আইঃ) এর কার্য্যক্ষম স্বাস্থ্য প্রাপ্তিও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন।

জামাত যদি এই নিয়মে দোয়া করা আরম্ভ করেন তবে সম্মিলিত দোয়ার উদ্দেশ্যও সফল হইবে এবং দিবা রাত্রির প্রত্যেকটি সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জামাতের পক্ষ হইতে খোদাতালার দরবারে হজুর (আইঃ) এর জন্য দোয়া পৌঁছিতে থাকিবে।

আমরা আশা করি যদি জামাত এই ভাবে দোয়া করিবার তৌফিক প্রাপ্ত হন তবে খোদাতালার রহমতে জোশ মারিয়া হজুর (আইঃ) এর স্বাস্থ্যের জন্য ঐশী ফয়েজ দেখা দিবে।

আশা করি প্রত্যেক জামাত এই নিয়মে দোয়া আরম্ভ করিয়া ৪০ দিন পর্য্যন্ত ইহা জারী রাখিবেন। প্রত্যেক মাগরিবের পুর্ব্বে ইমাম সাহেব মোক্তাদীগণকে স্মরণ করাইয়া দিবেন যে, শেষ সেজদায় হজুর (আইঃ) এর জন্য দোয়া করিতে হইবে।

মোকাররম ইকবাল আহমদ সাহেব শাহেদের ইসলাম প্রচারতরে বিদেশ যাত্রা।

মোকাররম ইকবাল আহমদ সাহেব শাহেদ বিগত ২০।৭।৬১ ইং তারিখে ইসলাম প্রচার কার্য্যে বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহার সফলতার জন্য দোয়া করিবেন।

বার্ণার্ড শ' ও ইসলাম

আবু আরেফ মহম্মদ ইসরাইল

শৈশবে বার্ণার্ড শ'কে প্রতি রবিবারে সানডে স্কুলে হাজিরা দিতে হত। মাতাপিতা ভেবেছিলেন চার্চ্চের ঘনিষ্ট সংযোগে তার মনে। কিঞ্চিৎ ধর্ম্মভাব জাগবে। ধর্ম্মভাব হয়ত জেগে ছিল কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি বলেছেন "ধর্ম্ম মন্দির (চার্চ্চ) নয়, শয়তানের বৈঠকখানা। [বার্ণাড শ' ভবানী মুখোঃ পৃঃ ১০]

বাইবেলে আছে ঈশ্বর আপন আদর্শে মানুষকে গড়েছেন, শ' বলেছেন "না। মানুষ নিজের মত করে ঈশ্বরকে গড়েছেন।" [বাঃ শ' ভবানী পৃঃ ১১]। মোট কথা বার্ণাড শ' নিজে খৃষ্ট ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করতেন। তার আদর্শ ছিল মহম্মদ (দঃ) ও তার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ইসলাম। তিনি কোন ত্রানকর্ত্তার (Prophet) আদর্শ নিয়ে নাটক লেখার চিন্তা করেছিলেন। তিনি যে আদর্শের ত্রানকর্ত্তা খুজেছিলেন সে আদর্শ দেখতে পেয়েছিলেন মহাপুরুষ মহম্মদ (দঃ) এর মধ্যে। কিন্তু "তুর্কী রাষ্ট্রদুতের কাছ থেকে সম্ভাব্য প্রতিবাদের আশঙ্কায় মহম্মদ (দঃ) এর জীবনকে নাট্যরূপ দেওয়ার বাসনা তাকে ত্যাগ করতে হয়।

খ্রীষ্টান পাদ্রিরা মহাপুরুষ মহাম্মদ (দঃ) এর চরিত্রের উপর অযথা কালিমা লেপন করেছেন। এ বিষয়ে বার্ণার্ড শ' বলেছেন, "মধ্য যুগীয় পাদ্রিগণ অজ্ঞতা বশতঃই হোক বা অন্ধ গোড়ামীর জন্যই হোক ইসলামকে অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে চিত্রিত করেছিলেন। বস্তুতঃ, তারা মহম্মদ দঃ) এবং তার ধর্ম্মকে ঘৃণা করতেই শিক্ষা পেত। তাদের মতে মহম্মদ (দঃ) খ্রীষ্ট বিরোধী। আমি এই আশ্চর্য্য লোকটিকে অধ্যয়ন করেছি এবং আমার মতে তাকে খৃষ্ট বিরোধী দুরের কথা, বরং মানবতার ত্রান কর্ত্তা বলাই উচিৎ। [আহমদী অক্টোবর ১৯৫০]

তিনি আরো বলেছেন, "আমি মহম্মদ (দঃ) এর ধর্ম্মকে সব সময়ই গভীর শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকি। ইহার আশ্চর্য্য জীবন শক্তিই এক মাত্র কারণ। আমার মনে হয় ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম যাহা মানবের নিত্য পরিবর্ত্তন শীল পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে এবং প্রত্যেক যুগের জন্যই একটি নূতন আবেদন নিয়া আসে [ঐ পৃঃ ঐ]

এক সভার সভাপতি ছিলেন লর্ড রথচাইল্ড। তিনি বার্ণার্ড শ'কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মিঃ শ' আপনার ধর্ম্ম কি? ঠিক যা তাই বলুন।"

'আপনার যা আমারও তাই। আমিও বাইবেল পড়ে মহামানবের আবির্ভাবের আশায় বসে আছি।"

লর্ড রথচাইল্ড চোখ ছোট ছোট করে বললেন, "আপনার হিসাবে তিনি তো এসেই গেছেন।" (ব: শ: ভবানী পৃ: ৩১৮)

ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখিত জীবনীতে এর উত্তরে বার্ণার্ড শ' কি বলেছিলেন তা নাই। যা হোক, এ মহামানব যে মহাপুরুষ মহম্মদ (দঃ) এতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলেছিলেন, "আগামী একশত বৎসরের মধ্যে যদি কোন ধর্ম্মের ইংলণ্ড কেন সমগ্র ইউরোপের উপর আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে তবে তা একমাত্র ইসলামেরই।

(আহমদী অক্টোবর ১৯৫০ ইছাব্দ)

আজ সারা জগৎ জুড়ে শান্তি নাই শান্তি নাই রব উঠেছে। কিন্তু শান্তি কে দেবে? কেউইতো শান্তি এনে দিতে পারছে না। চৌদ্দশত বছর আগে মহাপুরুষ মহম্মদ (দঃ) অসভ্য বর্ব্বর আরবীয়দের মধ্যে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলেছিলেন অতঃপর এ শান্তি সমস্ত জগতের জন্য। আজ পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠেছে। অরো উঠার আশা রাখে। কিন্তু এত সভ্য হয়েও তাদের মধ্যে যে বর্ব্বরতা ছিল তা দুর করতে পারে নি। নানা পাপাচার তাদের শান্তিতে ব্যাঘাত হেনেছে। তারা দ্বীনকে পশ্চাতে ফেলে দুনিয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে। এ সব লক্ষ্য করে বার্ণাড শ' বলেছিলেন "আমি বিশ্বাস করি যে মহম্মদ (দঃ) এর মত ব্যক্তি যদি বর্ত্তমানে দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন তা হলে নিশ্চয় তিনি বিশ্ব সমস্যা সমূহ এমন ভাবে সমাধান করতেন যা দুনিয়ার একান্ত প্রয়োজনীয় সুখ ও শান্তি এনে দিতে পারত। (আহঃ অক্টোবর ১৯৬০)

তার মতে মহম্মদ (দঃ) এর মত লোকই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন মহম্মদের (দঃ) স্থানকে পূর্ণ করবেন? তার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই সে স্থান পূর্ণ করতে পারেন এবং মহম্মদ (দঃ) এর ধর্ম্ম ইসলামই জগতে আনতে পারে শান্তি। অনেকে প্রশ্ন করবেন, যদি বার্ণার্ড শ ইসলামকে ভালই জানতেন তবে তিনি ইসলাম ধর্ম্ম কেন গ্রহণ করেননি? যারা এ প্রশ্ন করেন তাদেরকে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বক্তব্য পড়তে অনুরোধ করি। তিনি বলেছেন, "যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় তবে আমি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। কিন্তু এখন আমি ইসলাম এই জন্য গ্রহণ করিবনা যে বর্ত্তমানে মুসলমান যেমন অধঃপতিত ইসলাম গ্রহণ করিলে আমাকেও সেইরূপ অধঃপতিত হইতে হইবে।

(আহমদী জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ, ১৯৩৬)

বার্ণার্ড শ'ও হয়ত আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের মত ইসলামকে স্বার্থের অনুকূলে পেতে চেয়ছিলেন, কিন্তু তিনি তা' পাননি।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর প্রশ্ন

শীঘ্রই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা

রাওয়ালপিণ্ডির ২৬শে জুলাই এর এক খবরে প্রকাশ এখানকার পর্য্যবেক্ষক মহল অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীর সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যায়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের আভাস দেন।

তাহারা প্রায় নিশ্চিতরূপে মনে করেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানকে শীঘ্রই জাতি সংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা হইবে এবং তিনি কাশ্মীর সম্পর্কে নূতন ভাবে প্রচেষ্টা চালাইবেন। আজাদ, ঢাকা, ২৭-৭-৬১ ইং।

জাফরুল্লা খানের নয়া পদ

জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্তির সম্ভাবনা

(আজাদের করাচী অফিস হইতে) ২৬শে জুলাই—নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে এখানে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র উজির চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খানকে জাতি সংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইবে।

তিনি সম্ভবতঃ আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি নয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন সম্প্রতি চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান হেগে আন্তর্জ্জাতিক আদালতে বিচারপতির কার্য্যভার শেষ করিয়া ইতিমধ্যেই পাকিস্তান প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গতকল্য তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে পররাষ্ট্র উজির জনাব মনজুর কাদিরের সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকগণ এখানে মনে করেন যে, পাকিস্তান জাতি সংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে পুনরায় কাশ্মীর প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাইতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কাশ্মীর বিরোধ ইতিমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। চৌধুরী জাফরুল্লা খান নিরাপত্তা পরিষদও জাতি সংঘে খুবই সুপরিচিত। কারণ দেশের পররাষ্ট্র উজির হিসাবে চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খানই নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন।

আজাদ, ঢাকা, ২৭-৭-৬১ইং।

ভিত্তিহীন দাবী

বৎসর দেড়েক আগের কথা। বরিশাল জেলার জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের এক পোষ্ট কার্ড পেলাম। লাল কালীর ঝাপসা লেখা "শ্রী" "শ্রী"তে পূর্ণ পত্রখানা পাঠ করার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কোন রকমে বুঝতে পারলাম যে ভদ্রলোক কল্কি অবতার হবার দাবী করেছেন আশ্চর্য্যের বিষয় ভদ্রলোকের ঠিকানা পড়তে পারলাম না। তা আবার একা নই দুজনে চেষ্টা করেও তারপর আরও কটা কার্ড পেলাম এই ধরণেরই তবে এগুলার ভাষা কর্কশ। এ ভাবে ২।৩ মাস যাবার পর একটা কার্ড থেকে ভদ্রলোকের ঠিকানা ও উদ্ধার করে ফেললাম। তারপর? তারপর আর যায় কোথায়? ভদ্রলোককে লিখলাম এক দীর্ঘ ভাজা পত্র তার দাবী সপ্রমাণ করতে। আজ প্রায় দেড়টা বৎসর গত হতে চলল, অথচ ভদ্রলোক আমার পত্রের কোন উত্তর দিলেননা।

ইদানিং ময়মনসিংহ জেলার জনৈক ভদ্রলোক ছয় খানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠিয়েছেন যদ্বারা প্রমাণ হয় যে তিনি একজনকে বর্ত্তমান জামানার মোজাদ্দেদ বলে স্বীকার করেন। যেহেতু আহমদীয়া জামাত হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে বর্ত্তমান জামানার মোজাদ্দেদ বলে স্বীকার করেন। এজন্যে এই ভদ্রলোকের নিকটও পূর্ণ তথ্য জানবার জন্যে পত্র লেখা হলো। যদি তাঁর সাথে পত্র বিনিময় চলে; তবে "আহমদী"তে তা প্রকাশ করবো। পত্র বিনিময় চলবারই কথা কারণ তাঁর একটি পুস্তকে "আহমদী"র সম্পাদক ও তদীয় পুস্তক "মহা সুসংবাদ" সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

হজরত ঈসার (আঃ) সশরীরে আকাশে জীবিত সম্বন্ধে

(১৫শ পৃষ্ঠার পর)

হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হজরত ঈসার (আঃ) আবির্ভাব কালে ইহুদিগণও ঠিক এইরূপ আপত্তি করেছিল। তাহারা হজরত ঈসাকে (আঃ) বলেছিল যে, তাঁহার পূর্ব্বে ইলিয়া নবীর আকাশ হইতে অবতরণ করা দরকার। যেহেতু ইহা তাহাদের ইলহামী কিতাব 'সালাতিনে' স্পষ্ট লেখা আছে। কিন্তু ঈসা (আঃ) স্বয়ং ইহার বিরোধিতা করেন। হজরত ঈসার (আঃ) নিকট কোন নবীর জীবিতাবস্থায় আকাশে আরোহণ করা ও সশরীরে পুনরায় অবতরণ করা একটি অনর্থক আল্লাহতায়ালার সুন্নতের বিপরীত বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। যে ঈসা (আঃ) স্বয়ং "কোন নবীর সশরীরে আকাশে আরোহণ ও পুনরায় অবতরণের" বরেধী ছিলেন, তিনি কেমন করিয়া নিজেই আকাশ হইতে আসবেন ?

বর্ত্তমান সভ্যতা যান্ত্রিক সভ্যতা। অন্ধ বিশ্বাস বা আজগুবী কাহিনীর উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত নয়। হাতে কলমে কোন কিছুর সত্যাসত্য প্রমাণ এবং চিন্তাই হইল বর্ত্তমান সভ্যতার মূল উৎস। কাজেই বর্ত্তমান মোসলমান ভাই ভগ্নীগণের বিশেষ ভাবে চিন্তা করে কোন কিছুর সত্যাসত্য উপলব্ধি করার সময় এসেছে। তাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আল্লাহতায়ালা যদি প্রয়োজন মনে করিতেন কোন নবীকে সশরীরে জীবিত রাখার, তা হইলে আমাদের প্রভু নবী শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদকেই (দঃ) জীবিত রাখিতেন তার কারণ আল্লাহতায়ালার নিকট তিনিই সব চেয়ে বেশী প্রিয় এবং তাঁহাকেই আঠার হাজার মখলুকাতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবীরূপে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, হে আমার প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ, আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, আল্লাহতায়ালা হজরত ঈসাকে (আঃ) সশরীরে জীবিত রাখিয়া তাঁহার সহিত হজরত রসুল করীম (দঃ) অপেক্ষাও অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন ? ইহাতেই কি প্রতিপন্ন হয় না যে, তাহাদের বিশ্বাসানুসারে হজরত ঈসা (আঃ) সকল নবী হইতে বিশেষ করিয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হইতেও খোদাতায়ালার অধিক প্রিয় ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ)

হজরত ঈসার (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে খোদাতায়ালা স্বয়ং তাহার পবিত্র কালাম কোরআন করীমের সুরাহ আম্বিয়ার ৩য় রুকুতে হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) বলিতেছেন

"হে (মোহাম্মদ) তোমার পূর্ব্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ীত্ব প্রদান করি নাই, অনন্তর যদি তুমি মরে যাও তবে কি তাহারা চিরকাল থাকবে ? প্রত্যেক জীব "মৃত্যু" আস্বাদন করিবে।

(সুরাহ আম্বিয়া ৩য় রুকু)

'ওহোদের' যুদ্ধ কালে, কাফেরগণ যখন হজরতের হত্যার সংবাদ প্রচার করিতেছিল, তখন কোন কোন সাহাবা রণভঙ্গ করিয়া পলায়ণ করিতে চাহিলে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তি নবীগণের মৃত্যু সংবাদ দ্বারা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কোন নবীর অমরত্ব ঘোষণা করিয়া সেই সান্ত্বনা দেওয়া হয় নাই। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন।

"মোহাম্মদ একজন পয়গম্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। নিশ্চয় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি পয়গম্বরগণ অতীত হইয়াছেন। অতএব; যদি তিনি মরিয়া যান কিম্বা কাহারও দ্বারা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হইবে ?

(সুরাহ আল এমরাণ ১৫ রুকু)

অতএব, হে আমার প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ, আল্লাহ তায়ালার এই কথার পরও কি আমাদের সেই অন্ধ বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধরে থাকার এবং নির্ব্বোধের মত তা সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করার সময় এখনও রয়েছে ? আপনারা চিন্তা করুন প্রত্যেকটি কথার সত্যাসত্য উত্তমরূপে কষ্টি পাথরে যাচাই করে অনুধাবন করুন। এখন আর সেই সময় নেই যে, "কেহ বলল, 'চিলে কান নিয়ে গেছে' আর তা শুনেই চিলের পিছনে পিছনে ধাওয়া করলাম, কানে হাত দিয়ে দেখলাম না সত্য সত্যই কান যথাস্থানে আছে কিনা ?

পরিশেষে খোদাতায়ালার দরবারে এই প্রার্থনা করেই আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করতে চাই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যেন সত্যান্বেষীদের সঠিক সত্যকে বুঝবার এবং তা গ্রহণ করার সৎসাহস ও তৌফিক দেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

তেজগাঁও আঞ্জুমনে জলসা

বিগত ২৫।৬।৬১ ইং তারিখে তেজগাঁও আমাতের উদ্যোগে তথাকার মসজিদ প্রাঙ্গণে জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জলসায় সভাসতিত্ব করেন জনাব সামসুর রহমান সাহেব বার-এট ল,। জলসায় তেজগাঁও, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের আহমদী ব্যতীত বহু গণ্যমান্য গয়ের আহমদী বন্ধু যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত জলসায় ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্বশান্তি ইসলাম, বর্ত্তমান জামানায় মুসলমানের অবস্থা ও হজরত ইমাম মাহমদীর (আঃ) আবির্ভাব

পূর্ব্ব পাকিস্তানের তুফানে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি

বিগত ৯ই মে ১৯৬১ইং তারিখের প্রবল ঝড়ের সংবাদ পাইয়া নেগরান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হজরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার আমীর সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন ঐ পত্রের কপি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

রাবওয়াহ ৭।৬।৬১ ইং

মোকাররম শেখ মাসুদুল হাসান সাহেব

পূর্ব্ব পাকিস্তান।

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রবাহিত প্রচণ্ড ঝড়ে যদিও খোদাতালার ফজলে আহমদীগণের প্রাণ হানি হয় নাই, তথাপি বিভিন্ন সূত্রে কুমিল্লা জিলায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত আহমদীগণের আর্থিক ক্ষতির সংবাদে আমার প্রাণে খুব আঘাত লাগিয়াছে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানী বন্ধুগণের প্রতি আমার হামদর্দ্দি রহিয়াছে! আল্লাহতালা তাঁহাদের আর্থিক কষ্ট দূর করুন। বিগত ক্ষতির প্রতিফল দান করুন। তাঁহাদের রিজিক বরকত দিন। আমার পক্ষ হইতে আপনি তাঁহাদের নিকট হামদর্দ্দি প্রকাশ করিবেন। তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। আল্লাহ তালা যে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এই জন্য শোকরিয়া আদায় করিতে বলিবেন তাঁহাদের শোকরানার ফলে আল্লাহতালা বিগত ক্ষতির প্রতিদান দিবেন।

ওয়াচ্ছালাম।

স্বাঃ মির্জা বশির আহমদ

প্রেসিডেন্ট নিগরান বোর্ড

রাবওয়াহ।

আহমদীয়া জামাত কর্ত্তৃক বিশ্ব ব্যাপি ইসলাম প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন নিম্নলিখিত বক্তাগণ :—

১) পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য সব নিযুক্ত মুরব্বী জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক সাহেব, ২) জনাব কে, আর, খাদেম সাহেব অবসর প্রাপ্ত ই, পি, সি, এস। ৩) জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, ডিপুটি ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার ৪) জনাব মৌঃ ছলিম উল্লাহ সাহেব ৫) জনাব ডি, এ, কে, খাদেম সাহেব এডভোকেট।

সর্ব্বশেষে জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব এক মাত্র কোরআন এর অনুশাসন মান্য করিলেই যে বর্ত্তমান বিশ্ব সমস্যার সমাধান হইতে পারে সে সম্বন্ধে সার গর্ভ বক্তৃতা দানে সকলকে আপ্যায়িত করেন। জলসা শেষে দোয়া করেন জনাব আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব।

প্রফেসার আবদুল লতীফ খানের জীবনীর যৎকিঞ্চিত

আহসানুল্লা চৌধুরী

আবদুল লতিফ খান পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নগরীতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আহমদ আলী খান ময়মনসিংহ জেলার সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সওদাগরী উপলক্ষে ঢাকায় এসে এখানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর মাতা ঢাকার স্বনাম ধন্য খান বাহাদুর কাজী জহিরুল হকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁর পিতা বাল্যকালে ছেলের প্রতি উদাসীন হলেও তাঁর মাতার ছেলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর মাতা খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। তাঁর আদর যত্নে ছেলে লালিত পালিত হতে লাগলো। বাল্যকাল থেকেই তাঁর বিদ্যা-লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। তিনি নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও তাঁর কর্ম্ম প্রেরণার ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন এবং দিন দিন বিদ্যালাভের বাসনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মাতার উৎসাহেই তিনি ঢাকায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই সৎসঙ্গে জীবন যাপন করতেন। সহরের আবেষ্টনীর ভিতরের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা পঙ্কিলময় হলেও তিনি সে সমস্ত থেকে অনেক উপরে ছিলেন। সরল জীবন ও আল্লার প্রেম মস্ত হোয়ে জীবন যাপন করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই তিনি সফলতার দিকে এগিয়ে চললেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই ধর্ম্মজ্ঞান আহরণ করতেন এবং মাঠে ঘাটে ও রাস্তার পার্শ্বে ছোটকাল থেকেই ইসলাম প্রচার করে বেড়াতেন।

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে তিনি ঢাকা ছেড়ে কোলকাতায় চলে গেলেন। আরবী ভাষার উপর তাঁর বিশেষ ঝোক ছিল। সেই ভাষাতেই তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে ছিল। তারবীতেই তিনি সর্ব্বোচ্চ ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন। তার পর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে দীর্ঘকাল যাবৎ আরবী ভাষায় প্রফেসার পদে কাজ করেছেন আজীবন ধর্ম্ম চর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। চট্টগ্রামেই তিনি স্থায়ীভাবে বাড়ী ঘর তৈয়ারী করে বসবাস করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দিকে ও তাঁর বিশেষ খেয়াল ছিল। সেইজন্য তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের বুকে এতো বড় সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন।

তিনি প্রতিদিন ধর্ম্ম কাজে ব্যস্ত থাকতেন সকাল বেলা কোরাণ মজলিস বসাতেন এবং কোরাণের ব্যাখ্যা করতেন। ধর্ম্মান্বেষণে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকতেন এবং ধর্ম্মের জটিল বিষয় সমূহের উদঘাটন করতেন। তাঁকে দেশের লোকে ফিলোসিফার বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ সব সময় তাকে চিন্তিত ও কর্ম্ম ব্যস্ত দেখা যেতো। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সরল সুবোধ বালকের মতো হাসি মুখে থাকতেন। সমস্ত কাজের জটিলতার ভিতরে ও তাঁর সরলতাই ফুটে উঠতো। তিনি কোন কাজে অধীর হোতেন না আল্লার উপরে ভরসা রেখে অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করে যেতেন।

তিনি ত্যাগী পুরুষ ছিলেন বলেই তাঁর সম্পত্তির অংশ ধর্ম্ম কার্য্যের জন্যেও দান করে গেলেন। চট্টগ্রামে আহমদীয়া মসজিদ তাঁর দানের পরিচয়। তিনি আহমদীয়া মতবাদ গ্রহণ করে ইহার প্রচারের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আনজোমানে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন।

চট্টগ্রামে তার নিজ বাসা বাড়ীতেই আহমদীয়া প্রচারের কেন্দ্র ছিল। এখনো সেখানেই আহমদীয়া প্রচার কেন্দ্র ও মসজিদ তাঁর কীর্ত্তি ঘোষণা করছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই ক্ষণ জন্মা মহাপুরুষ ইহ জগৎ ত্যাগ করেন।

নোট ঃ—অবিভক্ত বাংলার ভূতপূর্ব্ব আমীর মরহুম প্রফেসার আবদুল লতীফ সাহেবের ইহ জগৎ ত্যাগের সন সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। কারণ ১৯৩৬ ইং সালের আগষ্ট মাসে আমার কাদিয়ানে বয়েৎ গ্রহণ কালে অবিভক্ত বাংলার আমীর ছিলেন মরহুম খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেব আমার মনে হয়, মরহুম প্রফেসার সাহেব তখন ও মরহুমই ছিলেন। এ সম্বন্ধে পুরানো আহমদী ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। সঃ, আঃ।

হজরত ঈসার (আঃ) সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা সম্বন্ধে ভুল ধারণা

মোঃ সফিকুল ইছলাম

বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগে মানুষ এক দিক দিয়ে যেমন জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছে, অন্য দিকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ততই পিছনে পড়ে গেছে যা বর্ণনাতীত। এই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে কতিপয় কাল্পনিক বিশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকার ফলেই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতার এই চরম অবনতি সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল হযরত ঈসার (আঃ) সশরীরে আকাশে জীবিত থাকার ভুল ধারণা। বর্ত্তমান মোসলমানগণ একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে হজরত ঈসা (আঃ) দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সশরীরে জীবিতা-বস্থায় আকাশে আরোহণ করেছেন এবং কোন এক সময়ে উম্মতে মোহম্মদীয়ার সংস্কারকরূপে দামেস্কের জামে মসজিদের মিনারায়, যখন মুয়াজ্জেন আছরের নামাজের আজান দিতে থাকবে তখন হজরত ঈসা (আঃ) দুই ফিরিস্তার কাঁধে ভর করে অবতরণ করবেন। তখন শব্দ হবে যে চুন্নুম অর্থাৎ সিড়ি লইয়া আস। তখন মসজিদের কতক লোক সিড়ি লইয়া সেখানে উপস্থিত হবে। হজরত ঈসা (আঃ) সিড়ি দ্বারা মসজিদে নেমে আসবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই অন্ধ বিশ্বাসের দরুণই তাহারা প্রতি-শ্রুত মসিহ ও মাহদী হজরত মীর্যা গোলাম আহম্মদকে (আঃ) গ্রহণ করতেছে না। আজ

(১৪শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর জীবনের সামান্য পরিচয়

—আহসানুল্লা চৌধুরী

(৮ই জানুয়ারী ১৯৬১ ইং এর পর)

যেখানে যা নেওয়া হচ্ছে তা তবলীগেই ব্যয় হচ্ছে। তারপর দু'এক কপর্দ্দক যা থাকে তা অফিস গোছাতেই চলে যায়। সেখান থেকে ইসলামের তবলীগ হচ্ছে পৃথিবীর কোণায় কোণায়, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যেক মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে।

এই সমাজের পামফলেট, পুস্তক, পুস্তিকা, সপ্তাহিক ও দৈনিক আলফজল সংবাদ পত্রের সঙ্গে এবং জামাতের সাথে যাঁরা যোগ রাখেন তাঁরা এর কার্য্যকলাপের উপলব্ধি করতে পারেন। বাকী লোকের মধ্যেও এটুকু সাড়া পড়ে গেছে যে আহমদী জমাতের পৃষ্ঠ-পোষকগণ পৃথিবীময় ইসলামের তবলীগ করে বেড়াচ্ছেন এবং পৃথিবীর স্থানে স্থানে তবলীগ কেন্দ্র খুলে তবলীগের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

খান বাহাদুর ও এই জমাতের সঙ্গে অন্তরে মিশে তাঁর যে জ্ঞান ছিলো এই মহা জ্ঞানের সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন নদীর মোহনায় মুখ যখন খর স্রোতে কেটে যায় সেইরূপ খান বাহাদুরের জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা তাঁর জীবনের সেই অবরোধটুকু ভেঙ্গে চুরমার করে জ্ঞানের মহাসমুদ্রের সঙ্গে যোগা যোগ করে দিল। সেই জ্ঞান লাভের পর তিনি সেই জ্ঞানের উৎসের দিকে ধাবিত হলেন। মহাকবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন।

"যে ধনে হইয়া ধনী,
মনীরে মানি না মনি,
তঁ হারি খানিক—
মাগি আমি নত শিরে।"

তাঁর পারিবারিক জীবনের দু'চারটি কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি খুব সুশৃঙ্খল ব্যক্তি ছিলেন। আজ যদি বেচে থাকতেন তবে বর্ত্তমান মিলিটারী শাসন কার্য্য স্বচক্ষে দেখলে বড়ই আনন্দিত হোতেন।

তিনি যেরূপ শৃঙ্খলার ভক্ত যেইরূপ দৈনন্দিন কাজে কর্ম্মে সংসারে ও বাহিরে যাতে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলতে পারেন তাই আপ্রাণ চেষ্টা করে সর্ব্বদা আদর্শ হয়ে থাকা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি বাড়ীর ভিতরকার শৃঙ্খলা প্রথম বজায় রাখতেন। তিনি ছিলেন সংসারী সন্ন্যাসী। নিজে একাধিক বিবাহ করেও কোন দিন সহধর্ম্মিণীদের প্রতি কাউকে ও অবহেলার চক্ষে দেখেন নি। ইসলামের আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছেন। আদর্শ পিতা হিসাবে ও তিনি ছেলে মেয়েদেরকে সৎ নিয়ত নিয়ে প্রতিপালন করে সৎ শিক্ষা দিয়েছেন। আদর্শ পুত্র হিসাবেও তিনি তাঁর মাতার খেদমতে জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত করে গেলেন। তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমব্যবহার করিয়া সকলের মন আকৃষ্ট করে গেছেন। আহমদী জমাতের প্রতিটি হুকুম তিনি প্রতি পালন করেছেন। তিনি আহমদীয়া মতবাদ প্রচারের জন্য জায়গায় জায়গায় বহু বিরাট সভা সমিতির আয়োজন করতেন। যেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের বিশেষ সমাগম হোতো। তাঁর অহিংসামূলক বক্তৃতা শুণে সকলেই আনন্দ লাভ করতো এবং সকলের নিকট হতেই তিনি ভূয়সী প্রশংসা পেতেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো আহমদী মতবাদের প্রচার শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিশেষ ভাবে প্রচার করা।

তিনি স্রষ্টার দরবারে নতশির হয়ে নৈকট্য লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। সরকারী কাজ থেকে অবসর হয়ে তিনি জমাতের খেদমতে পূর্ণভাবে লেগে গেলেন। ঢাকা আহমদী দারুত তবলীগ তাঁরই কীর্ত্তি। তিনি মৌখিক ও লিখিত ভাবে ইসলাম প্রচারের তবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জ্ঞানান্বেষণে বাংলা থেকে সপরিবারে কাদিয়ান কেন্দ্রে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে এসেও তখনকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়াতে কাজ সমাধি করতেন কারণ তখন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমনে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আহমদীয়া জমাতের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভাগ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আহমদীয়া জমাতের যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিলো। জমাতের সমস্ত কাজ তিনি আন্তরিকতার সহিত করতেন। তখনকার দিনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর কৃতি ও জ্ঞানী সেক্রেটারী জনাব চৌধুরী মুজাফরউদ্দিন তিনি পাক্ষিক আহমদী পত্রিকাটি পূর্ণজ্জীবিত করে তার কলেবর বৃদ্ধি করেন। জমাতের প্রসিদ্ধ উর্দ্ধ পুস্তক ও পুস্তিকা সমূহের বাংলা ভাষায়ে অনুবাদ করে দেশের ভতর অল্প মূল্যে বিতরণ করেন। নগরে গ্রামে ও পল্লীর শিরায় শিরায় ঢুকে সেগুলো পেনিসেলিনের মতো কাজ করতে লাগলো। জমাতের মধ্যে নব জাগরণ দেখা দিলো। কোন শক্তিকে ঢেকে রেখে যেমন অধিক শক্তিশালী দেখা যায় সেইরূপ তাঁর জমানায় আহমদী মতবাদের জ্ঞানের আলো-রূপে পুনারাবস্ত দেখে ঠিক করা যেতো যে জমাতের কোন চেষ্টা পৌঁচেছে। পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মহলে ইসলামের সাড়া উঠেছিলো। নূতন প্রাণ নিয়ে। তখন তাঁর দ্বিতীয় বাহন ছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া সহ-ধর্ম্মিনী। ঢাকার আঞ্জোমানের দারুত তবলীগ এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানে আহমদীয়া জমাতের কেন্দ্র। আজকের বৃহৎ জমাত তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করছে। কারণ তখনকার দিনে তিনি আঞ্জোমনের যে বীজ বপন করে। ছিলেন তাই আজ বৃক্ষে পরিণত হোয়ে ফুলও ফলে সুশোভিত হচ্ছে। আজ তিনি ইহ জগতে নেই। তিনি আজাদী লাভের পূর্ব্ব বৎসরই ১৯৪৬ সনে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর যশ ও মহিমা কীর্ত্তন করছে আজ জমাতের ঘরে ঘরে বাহিরেও অন্তপুরে। ধন্য তাঁর জীবন তিনি মরেও অমর হোয়ে আছেন আমাদের প্রাণে।

মহা জ্ঞানী মহাজন
যে পথে করেন গমন,
সেই পথ লক্ষ্য করে
স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে
আমরা ও হবো বরণীয়।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.